গাজার পরিস্থিতি বিশ্বের নিরবতায় হতবাক রেডক্রস

সারে-জমিন

স্ক্রাব টাইফাস সহ কলেরা রোগে মৃত্যুতে আতঙ্ক

সাধারণ

গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধ যেভাবে বদলে দিতে পারে বিশ্বব্যবস্থা

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৪: টেস্ট পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

স্টাডি পয়েন্ট

৯ বছর পর কোহলির উইকেট, বিশ্বকাপে টানা নবম জয় পেল ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৩ নভেম্বর, ২০২৩
২৬ কার্তিক ১৪৩০
২৮ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 305 ■ Daily APONZONE ■ 13 November 2023 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

রাষ্ট্রসংঘে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের বসতি স্থাপনের নিন্দায় ভারত

আপনজন ডেস্ক: দেরিতে হলেও অবশেষে বোধোদয় হল ভারত সরকারের। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনের নিন্দা জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ভারত। পূর্ব জেরুজালেম সহ অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল এবং অধিকৃত সিরিয়ার গোলানে বসতি স্থাপনের কার্যক্রমের নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাবটি বৃহস্পতিবার অনুমোদিত হয়। যে সাতটি দেশ এর বিরোধিতা করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে আমেরিকা ও কানাডা। আঠারোটি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে 'তাৎক্ষণিক মানবিক যুদ্ধবিরতির' আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থাকার কয়েক সপ্তাহ পর এই ঘটনা ঘটল।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ওপর হামলার পর ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধে গাজায় ১১ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। হামাসের হামলায় প্রায় ১,২০০ ইসরায়েলি নিহত হয় এবং ২০০ জনেরও বেশি জিম্মি হয়।

পূর্ববর্তী ভোটে বিরত থাকার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সরকারের একটি সূত্র জানায়, ভারত গাজায় উদ্ভূত মানবিক সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন, তবে এটিও বিশ্বাস করে যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কোনও সমতা হতে পারে না। সংবাদমাধ্যম সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজুলেশনে ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার সুস্পষ্ট নিন্দা করা হয়নি। মূল প্রস্তাবে ভোটাভুটির আগে এই দিকটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি সংশোধনী উত্থাপন করা হয়েছিল। ভারত এই সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিয়েছে এবং এটি পক্ষে ৮৮ টি ভোট পেয়েছে তবে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সূত্রটি ভারতীয় প্রতিনিধির মনোভাব তুলে ধরে আরও বলেছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সমস্ত উপাদান প্রস্তাবের চূড়ান্ত পাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় আমরা এটি গ্রহণের বিষয়ে ভোটদানে বিরত ছিলাম।

সরকারি সূত্রের খবর, এই ইস্যুতে নয়া দিল্লির 'অবিচল ও ধারাবাহিক অবস্থান'-এর কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ভোটের ব্যাখ্যা এই বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে ও সামগ্রিকভাবে পুনর্ব্যক্ত করেছে। নয়া দিল্লির ভোটের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভারতের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি যোজনা প্যাটেল তখন বলেন, "জিম্মিদের প্রতিও আমাদের সমবেদনা রয়েছে। আমরা অবিলম্বে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। তিনি বলেন, 'এই মানবিক সংকট মোকাবেলা করতে হবে। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্তেজনা প্রশমন প্রচেষ্টা এবং গাজার জনগণের কাছে মানবিক সহায়তা প্রদানকে স্বাগত জানাই। ভারতও এই প্রচেষ্টায় অবদান রেখেছে। তিনি বলেন, ভারত সবসময় ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে আলোচনার মাধ্যমে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে সমর্থন করেছে, যার ফলে একটি সার্বভৌম, স্বাধীন ও কার্যকর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যা ইসরায়েলের সাথে পাশাপাশি সুরক্ষিত ও স্বীকৃত সীমানার মধ্যে বসবাস করবে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইসরায়েলে হামলাকে হামাসের 'সন্ত্রাসী' পদক্ষেপ বলেছিলেন।

প্রথম নজর

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার উপাচার্যের দায়িত্বে ইকবাল

আপনজন ডেস্ক: জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার উপাচার্য অধ্যাপক নাজমা আখতার রবিবার তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইকবাল হুসেনের কাছে তাঁর অফিসের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটর কর্তৃক নতুন উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ইকবাল হোসেন ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। হুসেন আইন অনুষদের অধ্যাপক। অধ্যাপক আখতারকে উষ্ণ বিদায় জানান শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা। অধ্যাপক ইকবাল হোসেন বিদায়ী উপাচার্যের একাডেমিক ও প্রশাসনিক প্রোফাইল উন্নত করার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। অধ্যাপক নাজমা আখতারের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে তাও তিনি তুলে ধরেন, যা এনএএসি এবং এনআইআরএফের পারফরম্যান্সে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে এনআইআরএফ ২০২৩-এ এনএএসি কর্তৃক গ্রেড এ ++ সহ জেএমআই দেশের তৃতীয় শীর্ষ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

কালীপুজোয় বাড়িতে 'ভোগ' রাঁধলেন, যজ্ঞ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: বেশ কয়েকটি মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার তদন্তের মধ্যে, দলের সুপ্রিমো এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবিবার তাঁর কালীঘাটের বাসভবনে পূজা করতে দেখা গেল। মমতাকে পুরোহিতের হাতে একটি উৎসর্গ তুলে দিতে দেখা গেছে, যা প্রতিমার সামনে রাখা হয়েছিল। পূজা চলার সাথে সাথে তাকে সুসজ্জিত পূজা 'ঘর' থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। মমতার চিরাচরিত স্বভাবের মতো কালীপুজোর দিন তার বাড়িতে একা হাতে নিজে সব সামলান। ভোগ রান্না থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়ন সবই তিনি সামলেছেন নিজের হাতেই । আর পাঁচটা দিন প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকা মুখ্যমন্ত্রী এদিন কালীঘাটে নিজের বাড়ির কালীপুজোয় হয়ে ওঠেন ভিন্ন রূপী প্রশাসনিক কর্তা। তবে তার পাশে সর্বক্ষণ তার ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেক বছর এই দিনটিতে উপবাস থেকে শুদ্ধ আচারে কালী উপাসনা করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবারের মতো এবারও এবারও সন্ধ্যা গড়াতেই মুখমন্ত্রীর বাড়িতে অতিথিদের আননাগোনা বেড়ে যায়। রাজ্য প্রশাসনের আমলা থেকে দলীয় রাজনীতিবিদ কেউ বাদ যাননি। এমনকী সেলিব্রিটিদেরও উপস্থিতিতি ছিল। সন্ধ্যার পর আসেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, স্বরাষ্ট্রসচিব বি পি গোপালিকা, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, গৌতম সান্যাল প্রমুখ। এছাড়া দেখা যায় ছিলেন ডিজি মনোজ মালব্য, সিপি বিনীত গোয়েল, রাজীব কুমার, জাভেদ শামীমের মতো পুলিশ কর্তারাদেরও।

বরাবরের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে তাদের ঘরের ছেলে ববি (ফিরহাদ হাকিম)-কে দেখা যায়। ছিলেন অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, ব্রাত্য বসুরাও। তাদের সঙ্গে যোগ দেন ডেরেক ওব্রায়েন, শান্তনু সেন, কুনাল ঘোষ, দোলা সেন, অপরূপা পোদ্দার , শশী পাঁজা, স্রেয়া পান্ডে প্রমুখ। সন্ধ্যায় পুজোয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্রোপাধ্যায় সহ তার পরিবারের অনেকেই।

ইডি নয়, চারদিনের জেল হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

আপনজন ডেস্ক: রেশন কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে চার দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল ব্যাঙ্কশাল আদালত।

২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বনমন্ত্রী এবং খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা মল্লিককে ২৭ অক্টোবর ভোরে শহরের উপকণ্ঠে সল্টলেকের তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে সিবিআই।

মন্ত্রীর আইনজীবী জানিয়েছেন, আদালত তাঁকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

সেনাবাহিনীর কমান্ড হাসপাতালে মেডিক্যাল চেকআপ করা মল্লিক সাংবাদিকদের জানান, তার বাম পাশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাকে ইডির হেফাজত থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।

মন্ত্রীকে ৬ নভেম্বর ১২ নভেম্বর পর্যন্ত ইডির হেফাজতে ছিলেন।

সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির অফিস থেকে কমান্ড হাসপাতালে চেকআপের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমি চরম শারীরিক কষ্টে আছি। আমি ঠিকমতো হাঁটতে পারি না। যদি সঠিক চিকিৎসা না হয় এবং আমাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঁচতে হয় তবে আমি শীঘ্রই মারা যেতে পারি।

শুনানির সময় মল্লিকের আইনজীবীরা মন্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেন। মন্ত্রীর আইনজীবী তার জামিনের জন্য আবেদন করেননি।

ইডির আইনজীবী আদালতে একটি সিলমোহর খাম তুলে দেন, যাতে মল্লিকের মেডিক্যাল রিপোর্ট রয়েছে এবং যুক্তি দেওয়া হয় যে তার অবস্থা স্থিতিশীল।

যদিও বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করেছে যে মন্ত্রীর অসুস্থতার অভিযোগটি "কারাগারে থাকা এড়াতে একটি কৌশল"।

অন্যদিকে, তার দল তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, ইডির দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদই মন্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে এই মামলায় গ্রেপ্তার হন ব্যবসায়ী রাকিবুর। কোনও সুদ ও জামানত ছাড়াই মন্ত্রীর পরিবারকে ৯ কোটি টাকা দেওয়ার রহমানের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মল্লিক।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩০৫ সংখ্যা, ২৬ কার্তিক ১৪৩০, ২৮ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সত্য বলিয়া কিছু নাই!

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রবীণ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদগণের হতাশ হইবারই কথা। বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি সত্যেরও পরিবর্তন হয়। তখন ইতিপূর্বে যে বিষয় সম্পর্কে যখন যাহা বলা হইয়াছিল তাহার উলটাটা বুঝিতে হয়। আমরা কী অবস্থায় রহিয়াছি–এই প্রশ্নের জবাবে একজন উঠতি বয়সি ছাত্রেরও তখন উত্তর হয় অন্যরকম ও কৌশলী। তখন তাহাকে যাহা শিখানো হইয়াছিল তাহার উলটাটা জানিতে ও পড়িতে হয়। কারণ এই সমস্ত দেশের প্রসেস অব লার্নিং বা শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেই গলদ রহিয়াছে। এই জন্য রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি তাহাদের নূতন কথা বলিতে হইবে ইহাই সত্য। তাই এই সকল দেশে আসলে সত্য বলিয়া কিছু নাই!

পৃথিবীতে প্রতিদিন সূর্যোদয় হয়। আর আমরা প্রতিদিন শপথ নেই যে, আমরা ভালো হইয়া চলিব। বাল্যকালে আমরা শিখিয়াছি কবির সেই কালজয়ী উচ্চারণ, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/ সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' এখানে প্রতিদিন ভালো হইয়া চলিবার কথা আসিতেছে কেন? তাহার মানে আমরা ভালো হইয়া চলিতে পারি না। ভালো হইয়া চলাটা কঠিন। একটি গণতান্ত্রিক দেশে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারে পরিবর্তন আসিবে, নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হইবে–ইহাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক দেশে নেতৃত্বের বাছাই প্রক্রিয়া সকলের অংশগ্রহণমূলক হয়। আর ইহার মাধ্যমেই আসে সেই পরিবর্তন; কিন্তু পৃথিবীতে এমন সকল দেশও আছে, যেইখানে নেতৃত্বের এই বাছাই প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ ও অ-অংশগ্রহণমূলক। যদি বলা হয়, সেই বাছাই প্রক্রিয়ায় কেহ আসিল কি আসিল না, তাহা কোনো ব্যাপার নহে, যাহারা ভোট দিবেন তাহারা ভোটার না হইয়া কেবল মানুষ হইলেও চলিবে, তাহা হইলে সেই প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। কোনো কোনো দেশে বিশেষসংখ্যক লোক সেই বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ না নিলে তাহা গ্রহণযোগ্যই হয় না, বরং আবার ভোটাভুটিতে যাইতে হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্য হইল, জনমতের এমন সুন্দর ব্যবস্থার কথা আমরা বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে শুনিতে পাই না। অন্তত ৫০ শতাংশ ভোট না হইলে পুনরায় ভোট হইতে হইবে–এমন ব্যবস্থা দেখিয়া যাইতে পারিলে অনেকে জীবনসায়াহ্নে আসিয়া হইলেও মনে প্রশান্তি লাভ করিতেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্যবস্থায় আমরা শিখিয়াছিলাম, যে দল অধিক সম্মতি পাইবে, তাহারাই ক্ষমতার অধিকারী হইবে। ইহাতে উন্নয়নশীল দেশেও তেমন কোনো সমস্যা হইবার কথা ছিল না; কিন্তু এই সমস্ত দেশ যখন কোনো বৃহত্তর শক্তির বন্ধু হইয়া যায়, তখনই বিপত্তি দেখা দেয়। শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। ইহা মিটাইতে হেন কোনো দেশ নাই, যাহারা মধ্যস্থতা করিতে আসেন না; কিন্তু তাহারা যত বারই মধ্যস্থতা করিবার জন্য আসেন কিংবা ইহার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন, তত বারই তাহাদের ব্যর্থ হইতে দেখা যায়। অবশেষে এই সকল শুভাকাঙ্ক্ষী সেই দেশের জনগণের সিদ্ধান্তকেই শেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে মানিয়া লন। তাহারা অবাধ, মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলেন; কিন্তু ভয়ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাস ও অবৈধ অর্থের ছড়াছড়ি ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠিয়া ভোটাররা যাহাতে নির্ভয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত লইতে পারেন, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?

উন্নত দেশে যে সমস্ত পন্থায় এই বাছাই প্রক্রিয়া চলে, এই প্রক্রিয়ার কথা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে কেহ শুনেন নাই ও দেখেন নাই। তাহার বাস্তবায়ন কীভাবে হইবে? যাহারা বলেন, যেই দেশে বাছাই সেই দেশ সিদ্ধান্ত লইবে; কিন্তু সেই বাছাই কীভাবে করিতে হইবে? প্রথমে যেই সকল বিদেশি পর্যবেক্ষক আসেন তাহারা খোলা মনেই আলোচনা করেন; কিন্তু তাহাদের খোলা মনের সিদ্ধান্ত ছিল কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। নির্বাচন যখন ঘনাইয়া আসে, তখন তাহাদের নানা এজেন্ডা বাস্তবায়নের কথা শোনা যায়। এমনিতেই এই সকল দেশে নির্বাচন করা এক কঠিন ও জটিল বিষয়। আধা সামন্তবাদী সমাজের কারণে দেখা যাইবে তাহাদের এজেন্ডা বাস্তবায়িত হয় নাই। অতএব, এই সকল দেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করিতে হইলে সকলের পূর্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসনসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিতে হইবে। সর্বোপরি ভোটারদের শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। কেননা, যাহারা নিজেরা পক্ষ নির্ধারণ করিতে পারেন না, বরং আর্থিক বিনিময় বা ভয়ভীতি দ্বারা প্রভাবিত হন, তাহারা সঠিকভাবে নেতৃত্ব বাছাই করিবেন কীভাবে?

• • • • • • • • • • • •

গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধ যেভাবে বদলে দিতে পারে বিশ্বব্যবস্থা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের ভূরাজনৈতিক পটভূমি কতটা বদলে গেছে এবং পরাশক্তিগুলোর পারস্পরিক রশি–টানাটানি কতটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ামক হয়ে উঠেছে, তা চলমান সংকট, সংঘাত ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক বিভেদকে বাড়িয়ে তুলছে। এটি ভূরাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসকে আরও গভীর করবে এবং নতুন একটি বিশ্বব্যবস্থার দিকে আমাদের ধাবিত করবে। এই দুটি যুদ্ধ তৃতীয় আরেকটি যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেটি হলো তাইওয়ান যুদ্ধ। লিখেছেন **ব্রহ্ম চেলানি**।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের ভূরাজনৈতিক পটভূমি কতটা বদলে গেছে এবং পরাশক্তিগুলোর পারস্পরিক রশি–টানাটানি কতটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ামক হয়ে উঠেছে, তা চলমান সংকট, সংঘাত ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক বিভেদকে বাড়িয়ে তুলছে। এটি ভূরাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসকে আরও গভীর করবে এবং নতুন একটি বিশ্বব্যবস্থার দিকে আমাদের ধাবিত করবে। এই দুটি যুদ্ধ তৃতীয় আরেকটি যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেটি হলো তাইওয়ান যুদ্ধ।

যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন ও ইসরায়েলকে বিপুল পরিমাণে যে আমেরিকান আর্টিলারি যুদ্ধাস্ত্র, অত্যাধুনিক বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যাচ্ছে, সেটিকে আমেরিকান অস্ত্রের মজুত-ক্ষয় হিসেবে মনে করছেন না এমন কেউ নেই। অন্তত চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এটি মনে করছেনই।

প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং (যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থায় তাইওয়ানের অন্তর্ভুক্তিকে 'ঐতিহাসিক মিশন' বলে আখ্যায়িত করেছেন) মনে করেন, যেহেতু ইউক্রেন ও গাজার যুদ্ধে আমেরিকা অস্ত্র সরবরাহ করছে এবং তাতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের মজুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, সেহেতু এই দুটি যুদ্ধ যত বেশি প্রলম্বিত হবে, সেটি চীনের জন্য তত মঙ্গলজনক হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই বিষয় বুঝতে পারছেন। হয়তো সে কারণে তিনি চীনের সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমন করার চেষ্টা করছেন। খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, সান ফ্রান্সিসকোতে ১৫ থেকে ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন ফোরামের সম্মেলনের আগে যুক্তরাষ্ট্র বেইজিংয়ে কেবিনেটের এক দল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে পাঠিয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, আসন্ন ওই সম্মেলনে বাইডেন ও সি চিন পিং যে সাইডলাইন বৈঠক করবেন, সেটির ওপর বিশ্বের বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। বাইডেন ও তাঁর জি-৭ ভুক্ত অংশীদার নেতারা ইতিমধ্যে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, তাঁরা চীনের সঙ্গে তাঁদের বিদ্যমান সম্পর্ককে 'ঝুঁকিতে' ফেলতে চান না এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই অর্থনীতির সঙ্গে তাঁদের 'ছাড়াছাড়ি' হয়ে যাক, এটিও চান না।

যে যা-ই বলুক, এতে কোনো সন্দেহ নেই, বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা এবং বিনিয়োগ ও বাণিজ্য অংশীদারিকে নতুন একটি আদল দেওয়ার কথা মাথায় রেখেই এসব প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ইতিমধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগপ্রবাহ এমনভাবে গতিপথ পরিবর্তন করছে, যা দেখে মনে হচ্ছে বৈশ্বিক অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের নেতৃত্বাধীন দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যেতে পারে।

চার দশক ধরে চীনের অর্থনৈতিক উত্থানকে সক্রিয়ভাবে সহজতর করার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করেছে। আজ চীন তার নিজের গড়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় নৌবাহিনী ও উপকূল রক্ষী বাহিনী নিয়ে গৌরব করছে এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পশ্চিমা আধিপত্যকে স্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ করছে।

আদতে চীন নিজেকে কেন্দ্রে রেখে একটি বিকল্প বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে নিরপেক্ষতার দ্যোতনাসঞ্জাত যে 'আইনভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থা'র কথা বলা হচ্ছে, নিঃসন্দেহে সেটির কেন্দ্রে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে যেসব আইনকানুন দাঁড় করানো হয়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগই যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি। শুধু তা-ই নয়, এসব আইনকানুন মানা না মানার বিষয়েও দেশটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়ে থাকে।

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার অন্যতম নিয়ম হলো, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে এই নিয়ম থেকে মুক্ত বলে মনে করে থাকে। বাস্তবতা হলো, আন্তর্জাতিক আইন ক্ষমতাহীনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী, কিন্তু ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে শক্তিহীন।

বর্তমানে সংঘাতক্লিষ্ট যে বৈশ্বিক পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে, তা চীনের জন্য একটি বিকল্প বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করার বিষয়ে রসদ জোগাতে পারে। এর আগে মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক ব্যবস্থার উত্থান ঘটেছিল। একই সঙ্গে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও অন্য অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে এসব প্রতিষ্ঠানে সংস্কার এনে সেগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র কবজা থেকে মুক্ত করা যায়নি। এমনকি শান্তির সময়েও সেই সংস্কার সম্ভব হয়নি।

গাজায় যুদ্ধ ইস্যুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ না আসায় সাধারণ পরিষদের ওপর দায়িত্বের বোঝা বেড়েছে। সে কারণে গাজায় 'মানবিক অস্ত্রবিরতি'র ও ইসরায়েলের গাজা ঘেরাও বন্ধের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব আনতে সাধারণ পরিষদের ওপর চাপ ছিল। চাপের মুখে সাধারণ পরিষদ সে প্রস্তাব তুলেওছিল। কিন্তু আইনগত কাঠামো অনুযায়ী, সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ে অনেক দুর্বল। তাই এই প্রস্তাব মানার বিষয়ে আইনি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

জাতিসংঘের জন্য এটি নিশ্চিত সত্য যে প্রতিষ্ঠানটির গ্রহণযোগ্যতা অপরিবর্তনীয়ভাবে পতনের মুখে রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে এ সংস্থা ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।

গাজায় যুদ্ধ ইস্যুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ না আসায় সাধারণ পরিষদের ওপর দায়িত্বের বোঝা বেড়েছে। সে কারণে গাজায় 'মানবিক অস্ত্রবিরতি'র ও ইসরায়েলের গাজা ঘেরাও বন্ধের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব আনতে সাধারণ পরিষদের ওপর চাপ ছিল। চাপের মুখে সাধারণ পরিষদ সে প্রস্তাব তুলেওছিল। কিন্তু আইনগত কাঠামো অনুযায়ী, সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ে অনেক দুর্বল। তাই এই প্রস্তাব মানার বিষয়ে আইনি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর যেমন অবনমন ঘটছে, তেমনি নিজ সীমানার বাইরে আমেরিকার কর্তৃত্বও ফিকে হতে শুরু করেছে। সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল থাকা ইসরায়েল ও ইউক্রেন পর্যন্ত মাঝেমধ্যে তাদের পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে গাজায় সামরিক আক্রমণ প্রত্যাহার করতে ও ইতিমধ্যে সেখানে সৃষ্ট ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতিতে বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা কমাতে সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সে কথায় কর্ণপাত করেনি।

চীন-আমেরিকা দ্বন্দ্বের কারণে বিশ্বব্যবস্থায় যেমন দৃশ্যমান অদলবদল পরিলক্ষিত হচ্ছে, তেমনি আঞ্চলিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রেও তা ভূমিকা রাখছে। সেই নিরিখে বলা যায়, গাজার এই সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে তা বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে ভূরাজনৈতিক পুনর্গঠনেও গতি আনতে পারে। সেখানে মিসর, ইরান ও তুরস্ক বাদে প্রায় প্রতিটি দেশে বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমাদের (বিশেষ করে ব্রিটিশ এবং ফরাসি) দ্বারা নির্মিত ব্যবস্থা চালু আছে।

ইতিমধ্যে ইসরায়েলের যুদ্ধ গ্যাসসমৃদ্ধ কাতারের ভূরাজনৈতিক ভূমিকাকে শক্তিশালী করেছে। এই যুদ্ধের ফলে মধ্যপ্রাচ্য এমন একটি অঞ্চল হয়ে উঠছে, যেখানে হামাসসহ সহিংস সংগঠনগুলোকে অর্থায়নের মাধ্যমে হস্তীসদৃশ একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক দুর্বৃত্ত চক্র গড়ে তোলা হয়েছে।

এই সংঘাত যদি গাজার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তার ভূরাজনৈতিক প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী হবে। এর ফলাফল যা-ই হোক, তাতে ইউক্রেনের যে বড় ক্ষতি হবে, তাতে সন্দেহ নেই। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি স্বীকার করেছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর দেশের চলমান যুদ্ধ থেকে সবার দৃষ্টি এমন এক সময়ে গাজা যুদ্ধের দিকে চলে গেছে, যখন পশ্চিমের সহায়তা কমে যাওয়ায় ইউক্রেনের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

যদিও বিশ্ব পরিস্থিতির গতিধারা বিশদ আকারে এখনই জানা অসম্ভব, তবে একটি মৌলিক বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক পুনঃভারসাম্য যে অবশ্যম্ভাবী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ছাড়া পশ্চিম এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে (বিশেষ করে চীন, রাশিয়া ও ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে) যে একটি দীর্ঘমেয়াদি সংঘর্ষের আভাস প্রকট হয়ে উঠছে, সেটি বলাই যায়।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ: ব্রহ্ম চেলানি নয়াদিল্লিভিত্তিক সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের অধ্যাপক

স্টিফেন ব্রায়েন

জেলেনস্কিকে কেন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র?

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে সরিয়ে দিতে চাওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমাদের (যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র) মধ্যে ঐকমত্য বাড়ছে।

আমার বন্ধু ও সহকর্মী লরি জনসন মনে করেন সিআইএ ও এমআই-৬-এরই মধ্যে জেলেনস্কিকে সরানোর মঞ্চ সাজিয়ে ফেলেছে। হয় জেলেনস্কিকে মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানো হতে পারে।

জেলেনস্কি যদি সেটাতে রাজি না হন, তাহলে মায়দান (২০১৪ সালে এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা হারা রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ) ঘরানার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র এর আগেও ইউক্রেনে নির্বাচিত সরকার বদল করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিক্টোরিয়া ন্যুল্যান্ড সে সময় নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ২০১৪ সালে এ বিষয়ে ন্যুল্যান্ড ও কিয়েভে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত জেফরি প্যাটের মধ্যকার ফোনালাপ ফাঁস হয়েছিল। গণমাধ্যমে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ন্যুল্যান্ড ও প্যাটের ফোনালাপটি ছিল কৌতূহল-উদ্দীপক। কেননা, তাঁরা ইউক্রেনের জন্য একজন গ্রহণযোগ্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাই করছিলেন। এ জন্য তাঁদের যাঁরা সহযোগিতা করতে পারেন, তার যে তালিকা তাঁরা করেছিলেন, সেখানে তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (বর্তমান প্রেসিডেন্ট) এবং বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভ্যানের নাম ছিল।

মার্কিন কংগ্রেসের রিপাবলিকান দলীয় সদস্যরা কয়েক বছর ধরে ইউক্রেনে বাইডেনপুত্র হান্টারের কর্মকাণ্ড নিয়ে তদন্ত করে আসছেন। তাঁদের এই অভিযোগও (যদিও এর সাপেক্ষে এখনো কোনো প্রমাণ নেই) রয়েছে যে বাইডেন নিজে তাঁর ছেলের ব্যবসা রক্ষায় হস্তক্ষেপ করেছেন।

ইউক্রেন যে স্বাধীন দেশ নয়, সেটা বলার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ আছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে শুধু সেনা সহায়তা দিচ্ছে না, তারা দেশটির সরকারি কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতনও জোগাচ্ছে, অবসর ভাতার অর্থও ওয়াশিংটন দিচ্ছে।

বাইডেন, সুলিভ্যান ও ন্যুল্যান্ড–সেই তিন আমেরিকান খেলোয়াড়ই আবার ইউক্রেনের ব্যাপারে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই তিনজন কেন জেলেনস্কিকে পরিত্যাগ করতে চাইছেন?

ওয়াশিংটন এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল যে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর জন্য তারা যে পাল্টা আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল, সেটা জেলেনস্কি অনুসরণ করেননি। নিজের সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি ও আরেক জেনারেল সিরোস্কিকে বিরোধিতা করে জেলেনস্কি তাঁর নিজের খেয়ালখুশিতে বাখমুত শহর পুনর্দখলে সেনা পাঠান।

ইউক্রেনের এই শহরটি রাশিয়ার সেনাবাহিনী ও প্রিগোশিনের ভাগনার বাহিনীর হাতে পতন হয়েছিল।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে বড় পরিসরের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে, ইউক্রেনের সেরা সেনা ইউনিটগুলোকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া।

এখানেই শেষ নয়, জেলেনস্কিকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আরও কিছু বিষয় রয়েছে। পাল্টা আক্রমণ অভিযানে ওয়াশিংটনের লক্ষ্য ছিল রাশিয়া যাতে ইউক্রেনের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে বাধ্য হয়। তথাকথিত সুরোভিকিন প্রতিরক্ষা রেখা ভেঙে দিয়ে ইউক্রেনীয় বাহিনী ক্রিমিয়ার ওপর হুমকি তৈরি করতে পারে। (যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেক গণমাধ্যমে এই গল্প প্রকাশ হয়েছে, ইউক্রেনীয় বাহিনী সফলভাবে সুরোভিকিন প্রতিরক্ষা রেখা ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু এই গল্পগুলো পুরোপুরি প্রোপাগান্ডা।)

দক্ষিণ অঞ্চলে ইউক্রেনীয় বাহিনী যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করছিল, সে সময় কাকতালীয়ভাবে ইউক্রেনীয় বাহিনী ক্রিমিয়ার সেভাস্তোপল বন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করেছিল। একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে ক্রিমিয়ার সংযোগকারী কার্চ সেতুতেও তারা ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় সেতুটির কিছুটা ক্ষতি হলেও সেটি পুরোপুরি ধ্বংস করতে ইউক্রেনীয় বাহিনী ব্যর্থ হয়।

বিস্তর পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ শেষে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়াতে প্রিগোশিনের নেতৃত্বে ভাগনাররা যে বিদ্রোহ শুরু করেছিল, তার সমান্তরালে পাল্টা আক্রমণ অভিযান শুরু হয়েছিল। এ ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আছে যে ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দাপ্রধান কিরিলো বুদানভের সঙ্গে প্রিগোশিন কথা বলেছিলেন। ইউক্রেনের গোয়েন্দাদের সঙ্গে প্রিগোশিনের সরাসরি কথাবার্তা আফ্রিকায় (সম্ভবত সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক) হয়েছিল। প্রিগোশিন রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ইউক্রেনের সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেলতেন। কোন শর্তে তিনি চুক্তি করতেন, সেটা অবশ্য অজানা থেকেই গেছে। এরপরও এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে বিশেষ সামরিক অভিযান থেকে সরে আসার বিনিময়ে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার হাতে পুরোপুরি দিয়ে দিতে চেয়েছিল ইউক্রেন। উপরি হিসাবে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে পারত ওয়াশিংটন।

প্রিগোশিনের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় রাশিয়ায় সরকার বদল করার ওয়াশিংটনের স্বপ্নেরও মৃত্যু হয়েছে। ইউক্রেন দাবি করেছে তাদের পাল্টা আক্রমণ অভিযান অচলাবস্থার মধ্যে পড়েছে। এর কারণ হলো তারা পশ্চিমাদের কাছ থেকে ঠিকঠাকমতো অস্ত্র পায়নি। কিন্তু পশ্চিমা অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া যানে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত ইউক্রেনের তিনটি ব্রিগেডও ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। পশ্চিমা অনেক সমরাস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই পুড়ে ছাই হয়েছে। এর মধ্যে অপরাজেয় বলে পরিচিত জার্মানির লিওপার্ড ট্যাংকও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এম১ আব্রাহামস ট্যাংক থেকেও লিওপার্ডকে কার্যকর বলে ধরা হয়।

জেলেনস্কির আরেকটি সমস্যাও আছে। এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে আরও কঠিন। এই সমস্যার কারণে ব্রিটিশ ও আমেরিকান প্রভুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। সেই সমস্যাটি হলো তাঁর মধ্যে ক্রমাগত এই ধারণা বেড়েছে যে যুদ্ধে ইউক্রেন হারতে চলেছে।

এ ব্যাপারে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ আছে যে যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার জন্য ইউক্রেন তাদের ক্ষয়িষ্ণু সেনাবাহিনীতে লোকবল নিয়োগ দিতে কঠোর সব পদক্ষেপ নিয়েছে। ইউক্রেনের এখন বেশির ভাগটাই তৃতীয় সেনাবাহিনী (আগের দুটি সেনাবাহিনী জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র খুইয়ে ফেলায় যুদ্ধ করতে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে)। যদিও ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর কাছে এখন সুসজ্জিত এবং শীর্ষ মানের কয়েকটি ব্রিগেড রয়েছে। কিন্তু একেবারে অদক্ষ সেনাদের পক্ষে ন্যাটোর অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনা করা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। বলা চলে, ইউক্রেনীয় বাহিনী একটি বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে।

ওয়াশিংটনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে রাশিয়ার সঙ্গে একটি বন্দোবস্তে পৌঁছানো। কিন্তু রাশিয়া এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতির কোনো প্রস্তাবে তারা রাজি নয়। রাশিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই যুদ্ধ কেবল তখনই শেষ হতে পারে, যদি ইউক্রেন থেকে ন্যাটো পুরোপুরি সরে যায়।

কোনো বন্দোবস্ত না হলে ইউক্রেন অনিবার্যভাবে সামরিক দিক থেকে ব্যর্থ হবে। তাতে রাশিয়াকে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যাটোর সক্ষমতাও কমবে। কিন্তু জেলেনস্কি রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো বন্দোবস্তের বিরোধী। মার্কিন কংগ্রেসে ইউক্রেনের জন্য আরও ৬০ বিলিয়ন ডলার অনুমোদনের প্রস্তাব উঠেছে। সেটা অনুমোদন করতে কংগ্রেস যদি দেরি করে কিংবা প্রস্তাবিত বাজেটের চেয়ে অনেক কম বরাদ্দ দেয়, তাহলে জেলেনস্কি ব্যাপক চাপে পড়বেন। এ ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন মনে করতে পারে তাদের সামনে একটাই বিকল্প আছে। যা-ই হোক, জেলেনস্কি চুপচাপ সরে যাওয়ার পাত্র নন, ফলে মূল সমস্যা হচ্ছে তাঁকে কীভাবে সরানো যাবে।

সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, মার্চের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত দেরি হলে ইউক্রেনকে বাঁচানোর চেষ্টাটিও অনেক দেরি হয়ে যাবে।

স্টিফেন ব্রায়েন যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সাবেক সদস্য এবং বর্তমানে সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড দ্য ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গাজার প্রধান হাসপাতাল: ডব্লিউএইচও

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বৃহত্তম আল-শিফা হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও)। এতে করে সেখানকার কোনও খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। শনিবার (১১ নভেম্বর) সংস্থাটি নিজেই এই তথ্য জানিয়েছে। একইসঙ্গে ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যে হাসপাতালটিতে আটকে পড়া মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও গুরুতর উদ্বেগ জানিয়েছে সংস্থাটি। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত আল শিফা হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় 'গুরুতর উদ্বেগ' প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। একইসঙ্গে অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বানও জানিয়েছে সংস্থাটি। এদিকে হামলার কারণে হাসপাতালটিতে থাকা শতশত ফিলিস্তিনি ও ৩৭ নবজাতক শিশুর জীবন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, বর্তমানে গাজার আল-শিফা হাসপাতালসহ একাধিক হাসপাতাল বিদ্যুৎ সংযোগহীন অবস্থায় রয়েছে। এদিকে ইসরায়েল গাজার বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ হাসপাতালের চারপাশে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ফিলিস্তিনিরা লড়াই থেকে বাঁচতে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল। এর আগে আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক বলেছিলেন, 'তার হাসপাতালের কম্পাউন্ডে রাতভর বারবার আঘাত করা হয়েছে। জেনারেটর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।' হাসপাতালের চিকিৎসকদের উদ্ধৃত করে ফিজিশিয়ান ফর হিউম্যান রাইটস ইসরায়েল বলেছে, 'বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে হাসপাতালের দুটি শিশু মারা গেছে।' ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এমএসএফ) টুইটারে বলেছে, 'আল-শিফা হাসপাতালের আশপাশে হামলা নাটকীয়ভাবে তীব্র হয়েছে। হাসপাতালে আমাদের কর্মীরা ভেতরে একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন।'

গাজায় জাতিসংঘের কার্যালয়ে হামলা, বহু হতাহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থার (ইউএনডিপি) কার্যালয়ে রাতভর ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে হানাদার ইসরায়েল। হামলার ঘটনায় সেখানে আশ্রয় নেয়া বহু বেসামরিক ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছে। ইউএনডিপি'র পরিচালক আচিম স্টেইনার সামাজিক মাধ্যমে এক্সে (টুইটার) জানিয়েছেন, শনিবার (১১ নভেম্বর) গাজায় জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থার একটি কার্যালয়ে রাতভর হামলা চালানো হয়েছে। পোস্টে আচিম স্টেইনার জানিয়েছেন, বেসামরিক নাগরিক, বেসামরিক অবকাঠামো এবং জাতিসংঘের কার্যালয়গুলো সর্বদা সুরক্ষিত থাকতে হবে। বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চালানো গণহত্যা ও নিপীড়ণের প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক সামরিক অভিযান চালায় স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। হামাসের অতর্কিত হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত হন এবং হামাস সদস্যরা ২৪০ জনের বেশি ইসরায়েলিকে বন্দি করে নিয়ে যায়। এরপর থেকে গাজা উপত্যকাকে লক্ষ্য করে নজিরবিহীন হামলা চালানো শুরু করে দখলদার ইসরায়েল। ইসরায়েলের চলমান হামলায় ১১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। এদের মধ্যে সাড়ে ৪ হাজারের বেশি শিশু।

আরব নেতাদের বার্তা, যুদ্ধ এখনই বন্ধ করতে হবে: সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, গাজার জনগণ যে 'উচ্চ প্রত্যাশা' রেখেছিল আরব নেতারা তা পূরণ করেছেন।

শনিবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ওআইসি ও আরব বিশ্বের দেশগুলোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে মুসলিম বিশ্বের ৫৭ দেশের শীর্ষ সংগঠন ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ও আরব বিশ্বের দেশগুলো।

সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আরব ও মুসলিম নেতারা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তারা 'কার্যকর সিদ্ধান্ত' নিয়েছেন এবং গাজায় অবরোধ ভাঙতে এবং উপত্যকায় খুব প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, আরব নেতাদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 'নিষ্ক্রিয়তার ওপর ফোকাস করেছে। বিশ্ব সম্প্রদায় গাজার জনগণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শাস্তির প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছে। শান্তির মাধ্যমে ব্যতীত এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং এটি কেবল একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, আরব নেতাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বার্তা হচ্ছে, যুদ্ধ এখনই বন্ধ করতে হবে।

যুক্তরাজ্যে ভিন্ন আবহে ইসলামভীতি সচেতনতা মাস উদযাপন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে প্রতিবছরের মতো পালিত হচ্ছে ইসলামভীতি সচেতনতা মাস। ব্রিটিশ মুসলিমদের গল্প তুলে ধরে মুসলিম ও অমুসলিম সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে মুসলিমস স্টোরিজ (#MuslimStories)। তবে গাজা উপত্যকার সংঘাত ও ব্রিটিশ রাজনীতির প্রতিকূল পরিবেশ এবারের আয়োজনকে পুরোপুরি ব্যতিক্রম করে তুলেছে।

মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের মুখপাত্র সুয়েলা ব্র্যাভারম্যান বলেন, 'গাজা উপত্যকায় ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতিবিদদের নেতিবাচক মন্তব্য এ পরিবেশ বৃদ্ধি করেছে। গাজায় যুদ্ধবিরতির সমর্থনে বিক্ষোভকারীদের তারা 'ঘৃণাত্মক মিছিলে' অংশগ্রহণকারী হিসেবে বর্ণনা করছেন। এমনকি ফিলিস্তিনি পতাকা ওড়ানো বা স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলাকে ফৌজদারি অপরাধ হতে পারে বলে বিভিন্ন চিঠিতে বলা হচ্ছে।' এমসিবির মহাসচিব জারা মুহাম্মদ বলেন, 'সম্প্রতি আমরা ইসলামফোবিক বক্তৃতা ও হামলার উদ্বেগজনক বৃদ্ধি লক্ষ করেছি। এমনকি অনলাইনে ইসলামফোবিক বর্ণনা ও ভুল তথ্যের প্রচার এই পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে।'

ব্রিটেনের মুসলিম কাউন্সিল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ঘৃণামূলক আচরণের শিকার হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের প্রতি পাঁচটির মধ্যে দুটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে করা হয়। ধর্মীয়ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিদ্বেষমূলক অপরাধের ৩৯ শতাংশ মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু করে করা হয়।

এর আগেও ২০২১ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ধর্মীয় ঘৃণামূলক অপরাধের ৪৫ শতাংশের লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলিমরা। তা ছাড়া অক্সফোর্ডের একটি মসজিদে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, কংক্রিট দিয়ে মুসলিম নারীর ওপর হামলার চেষ্টাসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনা দেখা গেছে। ইসলামোফোবিয়া অ্যাওয়ারনেস মান্থ উদযাপনে এর অফশিয়াল সমর্থক, মুসলিমদের গল্প তুলে ধরা, প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ও ওয়ার্কশপের আয়োজনসহ নানাভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। তা ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হ্যাশট্যাগ মুসলিমস স্টোরিজ লিখে এর প্রচার কার্যক্রমে অংশ নেওয়া যায়। ব্রিটিশ ক্রিকেটার মইন আলী এই উদযাপনে অংশ নিয়ে বলেন, 'ইসলামোফোবিয়া সচেতনতা মাস ২০২৩-এর প্রতিনিধি হতে পেরে আমি সম্মানিত।

আমি অন্তর্ভুক্তি, বোঝাপড়া এবং সমাজ থেকে ইসলামোফোবিয়া নির্মূলে খুবই আগ্রহী। আসুন, কথোপকথনে অংশ নিন এবং সমাধানের অংশ হোন।'

২০১২ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে মুসলিম এনগেজমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (এমইএনডি) উদ্যোগে ও বিভিন্ন ব্রিটিশ সংস্থার সহযোগিতায় প্রতিবছর ইসলামোফোবিয়া সচেতনতা মাস উদযাপিত হয়। ব্রিটিশ সমাজে মুসলিমদের ইতিবাচক অবদান তুলে ধরা এবং মানুষের ইসলামভীতিমূলক আরচণ সম্পর্কে সচেতন করাই মাসব্যাপী এই আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য।

গাজার পরিস্থিতি বিশ্বের নিরবতায় হতবাক রেডক্রস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। টানা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চালানো এই হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ১১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই সাড়ে ৭ হাজার। বর্বর এই আগ্রাসনের জেরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে ক্ষোভ। এমন অবস্থায় গাজার পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে মেনে নিতে পারে, এমন প্রশ্নই তুলেছেন রেডক্রস ফেডারেশনের প্রধান। একইসঙ্গে গাজায় চলমান যুদ্ধ অবশ্যই বন্ধ হতে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

শনিবার (১১ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় চলমান লড়াই অবশ্যই 'বন্ধ করতে হবে' বলে শনিবার জানিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (আইএফআরসি)-এর প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সেস্কো রোকা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেছেন, 'যথেষ্ট হয়েছে! গাজার পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে মেনে নিতে পারে? আল-কুদস হাসপাতালে ইনকিউবেটরে থাকা শিশুরা এবং আইসিইউতে থাকা রোগীরা জীবনের ঝুঁকিতে রয়েছেন।'

রোকা বলেছেন, গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তার প্রবেশাধিকার দিতে হবে এবং 'জ্বালানিসহ অন্যান্য সাহায্য গাজার উত্তরাঞ্চলেও পৌঁছাতে হবে।' উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকেই গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এছাড়া ইসরায়েলের এই বিমান হামলা থেকে বাদ যাচ্ছে না গাজার কোনও অবকাঠামো। তারা মসজিদ, গির্জা, স্কুল, হাসপাতাল ও বেসামরিক মানুষের বাড়ি-ঘর সব জায়গায় হামলা চালিয়ে আসছে।

অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বর হামলায় নিহতের সংখ্যা ইতোমধ্যেই ১১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। নিহত এসব ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সাড়ে চার হাজারেরও বেশি শিশু। এছাড়া নিহতদের মধ্যে নারীর সংখ্যাও তিন হাজারের বেশি।

এছাড়া গাজা উপত্যকার বৃহত্তম আল-শিফা হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে হাসপাতালের জেনারেটর ব্যবস্থা। যে কারণে এই হাসপাতালে এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে রোগীরা। এমনকি জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাসপাতালের ইনকিউবেটরে থাকা কয়েক ডজন শিশু মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

ফিলিস্তিনে রেড ক্রিসেন্টের প্রধান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে বলেছেন, বেসামরিক নাগরিকদের গাজা থেকে উৎখাত করার জন্য সেখানকার হাসপাতালগুলোকে নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। অন্যদিকে গাজা উপত্যকায় গড়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি করে শিশু নিহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসুস। গত শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে তিনি সতর্ক করে বলেছেন: 'গাজায় কোনও জায়গাই নিরাপদ নয় এবং সেখানে কেউই নিরাপদে নেই।'

১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদকে টেড্রোস বলেন, 'গাজার হাসপাতালের করিডোর পর্যন্ত আহত, অসুস্থ, মৃত ব্যক্তিদের ভিড়ে ভরে গেছে। মর্গ উপচে পড়ছে। অ্যানেস্থেসিয়া ছাড়াই অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ হাসপাতালে আশ্রয় নিচ্ছেন।'

রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মূল ফটকে ১৫ দিন ধরে তালা ঝুলছে। কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করছে পুলিশ। রোববার বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় এলাকায় এমন চিত্র দেখা গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় গণহত্যার পরও ইসরায়েলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমিরাতের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় নজিরবিহীনভাবে গণহত্যা চালানোর পরও ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার পরিকল্পনা করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)।

শুক্রবার (১১ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, দেশটি নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার সময় ইসরায়েলি অভিযানের ওপর কিছুটা মধ্যপন্থী প্রভাব ফেলার আশা নিয়ে এ পরিকল্পনা করেছে।

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আব্রাহাম চুক্তির অধীনে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর সবচেয়ে বিশিষ্ট আরবদেশ হয়ে ওঠে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

তারা অন্য আরবদেশগুলোর জন্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সৃষ্টি ছাড়াই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার একটি নিষিদ্ধতা ভঙ্গ করার পথও প্রশস্ত করে। ৭ অক্টোবর হামাসের আন্তঃসীমান্ত হামলার প্রতিশোধ হিসেবে শুরু হওয়া গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের আগ্রাসনের ক্রমবর্ধমান মৃতের সংখ্যা আরব রাজধানীগুলোতে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান গত মাসে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে ইসরায়েলের পদক্ষেপের নিন্দা করেছেন এবং বারবার সহিংসতা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

একজন আমিরাতি কর্মকর্তা বলেছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার ছিল একটি যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা এবং মানবিক করিডরগুলো উন্মুক্ত করা। সংবেদনশীলতার জন্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে সূত্র চারটি জানিয়েছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরাত আরবদেশগুলোতে নেওয়া জনসাধারণের অবস্থানকে মধ্যপন্থী করার জন্য কাজ করছে, যাতে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বিস্তৃত সংলাপে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। শেখ মোহাম্মদ বৃহস্পতিবার আবুধাবিতে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে একটি অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করেছেন। লড়াইয়ের বিরতির বিনিময়ে সীমিত সংখ্যক জিম্মির মুক্তির জন্য কাতারের মধ্যস্থতামূলক আলোচনার মধ্যে এ বৈঠক হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৫	৫.৪৮
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৯	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

মিয়ানমারে যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করলো বিদ্রোহীরা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের পূর্বাঞ্চলীয় কায়াহ রাজ্যে দেশটির বিদ্রোহী একটি গোষ্ঠীর সাথে সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষের সময় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। কায়াহ রাজ্যে গুলি চালিয়ে বিমান ভূপাতিত করার দায় স্বীকার করেছে ওই গোষ্ঠীটি। যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের এই ঘটনাকে ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা দেশটির সামরিক জান্তা সরকারের জন্য আরেকটি ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, শনিবার (১১ নভেম্বর) দেশটির সেনাবাহিনী ও কারেনি ন্যাশনালিটিজ ডিফেন্স ফোর্সের (কেএনডিএফ) মধ্যে লড়াইয়ের সময় থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে পূর্ব মিয়ানমারের কায়াহ রাজ্যে ওই যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

কেএনডিএফ এই যুদ্ধবিমানে গুলি চালিয়ে ভূপাতিত করার দাবি করেছে। জান্তা সরকারের মুখপাত্র জাও মিন তুন রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন চ্যানেল এমআরটিভিকে বলেছেন, কারিগরি ত্রুটির কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং পাইলটরা নিরাপদে বেরিয়ে এসেছেন। পাইলটরা সামরিক বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করেছেন। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশটির একাধিক ফ্রন্টে বিরোধী ও বিদ্রোহী শক্তিগুলোর সাথে লড়াই করছে। দুই বছর আগে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা জান্তার বিরুদ্ধে তখন থেকে লড়াই করছে দেশটির জাতিগত সংখ্যালঘু বাহিনী এবং জান্তা বিরোধী মিলিশিয়ারা।

গাজার প্রধান হাসপাতাল বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার প্রধান হাসপাতাল আল-শিফায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে জেনারেটর ব্যবস্থা। নেই অক্সিজেন-বিদ্যুৎ। এছাড়া অন্য চারটি হাসপাতালও ঘিরে রেখেছে হানাদার ইসরায়েলি বাহিনীর ট্যাংক। এদিকে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের ৩৬ দিনের নির্বিচার হামলায় গাজায় ১১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল-কুদরা বলেছেন, জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় আল-শিফা হাসপাতালের কার্যক্রম গতকাল শনিবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যানজটে বিরক্ত হয়ে দুই বিক্ষোভকারীকে গুলি করে হত্যা!

আপনজন ডেস্ক: মহাসড়কে গাড়ি চলাচল আটকে বিক্ষোভ করছিল একদল বিক্ষোভকারী। এর ফলে বিশাল যানজট তৈরি হয় রাস্তাজুড়ে। এতে আটকে থাকতে থাকতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় বয়স্ক এক ব্যক্তির। একপর্যায়ে গাড়ি থেকে নেমে তিনি প্রথমে রাস্তা পরিষ্কার করতে বলেন বিক্ষোভকারীদের। কিন্তু তাতে রাজি না হওয়ায় রেগেমেগে গুলি চালাতে শুরু করেন তাদের ওপর। এতে প্রাণ হারান অন্তত দুই বিক্ষোভকারী।

সম্প্রতি মধ্য আমেরিকার দেশ পানামায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য সান।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, গত মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) পানামার রাজধানী থেকে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে প্যান আমেরিকান মহাড়ক অবরোধ করেছিলেন খনি-বিরোধী একদল বিক্ষোভকারী।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, বয়স্ক এক লোক রাস্তা থেকে গাছের গুঁড়ি সরাতে বিক্ষোভকারীদের চাপ দিচ্ছেন। যানজটের কারণে তাকে স্পষ্টতই হতাশ মনে হচ্ছিল। বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে ওই ব্যক্তি পিস্তল বের করেন এবং গুলি চালান। পানামার ন্যাশনাল পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে গ্রেফতার করেছে তারা। ওই বন্দুকধারীর নাম কেনেথ ডার্লিংটন। তিনি একজন অবসর প্রাপ্ত মার্কিন আইনজীবী।

ফ্রান্সের ম্যাকডোনাল্ডস পার্কিং লটে গুলি, নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: ফরাসি ভূমধ্যসাগরীয় শহর মার্সেইতে শনিবার গভীর রাতে বন্দুকধারীর গুলিতে এক নারী ও এক পুরুষ নিহত হয়েছেন। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। খবর এএফপির। ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের অন্যতম দরিদ্রতম অঞ্চল মার্সেইয়ের ১৬তম জেলায় স্থানীয় সময় রাত ১১ টার ঠিক আগে গোলাগুলি হয়েছিল।

শহরের প্রধান প্রসিকিউটর নিকোলাস বেসোন রোববার বলেছেন, 'এই পাঁচ ব্যক্তি একটি ম্যাকডোনাল্ডের গাড়ি পার্কিং লটে তাদের গাড়িতে ছিলেন। তখন একটি কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে তাদের ওপর গুলি করা হলে চালক এবং সামনের যাত্রী নিহত হয়।'

পিছনে থাকা তিনজন আহত যাত্রীর মধ্যে দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। এর মধ্যে দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গাড়িতে থাকা তিনজন পুরুষই দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর টুলনের আশপাশের অঞ্চলে মাদক ব্যবসা এবং সহিংসতার সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশের কাছে রেকর্ড ছিল। তবে মহিলাদের কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড ছিল না। পুলিশ একটি অপরাধী চক্রের অংশ হিসেবে হত্যা এবং খুনের চেষ্টার জন্য তদন্ত করছে। আহত পুরুষদের মধ্যে একজনের (২৯) গায়ে গুলি লেগেছে। তার জীবন শঙ্কটে। অন্যদিকে এক নারী তার বুড়ো আঙুল হারিয়েছেন। পিছনের তৃতীয় যাত্রী শুধু হালকা আঘাত পেয়েছেন।

প্রথম নজর

অনুব্রতর কালীপুজোর উদ্বোধনে কাজল শেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: এখন বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তিনি এখন তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন। তার বাড়ি বোলপুর নিচুপটিতে। কেষ্ট মন্ডল ছোট থেকেই কালি ভক্ত ছিলেন। এ কথা জানান তার ছোট ভাই প্রিয়ব্রত মন্ডল। ছোটবেলায় দাদা নিজেই মাটি দিয়ে কালী মূর্তি তৈরি করতেন। তারপর তার আরাধনা হতো। সেই কালি আরাধনা অনুব্রতর হাত ধরে ৫৬ বছর পা দিল কেষ্ট কালী। বর্তমানে এই কালীপুজোর টি পরিচালনা করে বাড়িপুকুর সম্মেলনী ক্লাব। এই কেষ্টকালি দেখতে বোলপুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শনার্থীরা আসেন। কারণ এই কালি উচ্চতা ৪৫ ফুট। অনুব্রত মণ্ডল গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এই পুজোর উদ্বোধন করতেন। কিন্তু এবারে অন্য এক চিত্র দেখা গেল কেষ্ট কালীর উদ্বোধন করলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ। ফিতে কেটে প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই কেষ্ট কালীর পুজোর শুভ সূচনা করলেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি অনুব্রত মন্ডলের ভাই প্রিয়ব্রত মন্ডল, সুমিত মন্ডল ও বাড়িপুকুর সম্মেলনী ক্লাবের সদস্য বৃন্দ। কাজল সেখ জানান এই পরিবারের আমি একজন সদস্য। অনুব্রত মণ্ডলের দেখার পথ অনুসরণ করে চলি। সুতরাং অনুব্রত মণ্ডলে মত আমিও জীবনে কাউকে ভয় পাই না একমাত্র উপরওয়ালা ছাড়া। তিনি আরো জানান অনুব্রত মণ্ডলের পরিবারের লোকরা যখনই ডাকবে তখনই তাদের পরিবারের পাশে এসে দাঁড়াবো।

কালীপুজোয় স্বাস্থ্য শিবির

সুরজীৎ আদক ● কুলগাছিয়া

আপনজন: রবিবার কালীপূজার পূর্ণ লগ্নে কুলগাছিয়ার প্রান্তিক ক্লাবের কালীপূজা উপলক্ষ্যে মশারি বিতরণ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবিরে তিন শতাধিক-এরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কালীপূজার শুভ সূচনা করেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য দুলাল চন্দ্র কর।সঙ্গে ছিলেন চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব রুইদাস,উপ-প্রধান রেজাউল হক মোল্লা,বিশিষ্ট দুই চিকিৎসক ডা:রক্তিম কর ও ডা:নবনিতা সাউ,সমাজসেবী অঞ্জন রুইদাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জ্যোতিপ্রিয় জেলে, পুজোর উদ্বোধনে তাই নারায়ণ গোস্বামী

এম মেহেদী সানি ● মছলন্দপুর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মছলন্দপুর বয়েজ ক্লাবের ৪৮ তম শ্যামা পুজের উদ্বোধন করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। জানা গিয়েছে ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূল নেতা অজিত সাহার তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই শ্যামা পুজোয় প্রতি বছর দীর্ঘ এক যুগ ধরে উদ্বোধন করে আসছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সম্প্রতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতারে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারিতে বিজেপির চক্রান্তের অভিযোগ তুলে, এদিন পুজো উদ্বোধনে এসে তৃণমূল নেতৃত্বরা জ্যোতিপ্রিয়র মুক্তি এবং সুস্থতা কামনা করেন। নারায়ণ গোস্বামী ছাড়াও এ দিন উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, হাবড়ার পৌরপ্রধান নারায়ণ সাহা, হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলী, নরোত্তম বিশ্বাস, নিরুপম রায় প্রমুখ। উদ্বোধক নারায়ণ গোস্বামী এ দিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতির উদাহরণ তুলে ধরে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ দাস শান্তি, সম্প্রীতি, সংহতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অজিত সাহা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কথা তুলে ধরে বলেন, 'তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের বেদনা দিয়েছে, তিনি চক্রান্তের শিকার হয়েছেন, তিনি দ্রুত আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন।'

তৃণমূল ব্লক নেতাকে হামলার অভিযোগে ধৃত ব্যক্তির জেল হেফাজত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্যের উপর হামলার অভিযোগে লোকপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তদের একজনকে আটক করে। রবিবার ধৃত কে দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ২৪ শে নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য গত ১০ ই নভেম্বর খয়রাশোল ব্লকের রুপুষপুর অঞ্চলের বারাবন গ্রামে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করতে গিয়ে দলীয় কর্মী তথা খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আইনুস খানের অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হতে হয় বলে খোদ খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারীর অভিযোগ। ব্লক সভাপতির পাশাপাশি জেলা পরিষদের সদস্য নবগোপাল বাউরি ও এদিন আক্রান্ত হন। আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্থানীয় নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের দুজনকেই কোলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।ঘটনার প্রেক্ষিতে ঐদিনই রাতে তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব,দলীয় অঞ্চল সভাপতি সহ সাতজন কর্মীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন তৃণমূল ব্লক কমিটির সদস্য তথা তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা নেতা শিক্ষক উজ্জ্বল হোক কাদেরী আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতি কাঞ্চন দে, বড়রা অঞ্চল সভাপতি শেখ জয়নাল, এছাড়া বারাবন গ্রামের বাসিন্দা তথা কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আইনুস খান সেই সাথে সেখ হাসিবুর রহমান, মিরাজ শেখ ও আজু শেখ।অভিযুক্তদের খোঁজে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার সুরজিৎ দের নেতৃত্বে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় এবং শেখ হাসিবুর রহমানকে পুলিশ আটক করে।লোকপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও অস্ত্র আইনের মামলা রুজু করেছে বলে জানা যায়।

৭ বছরে অশান্তি হয়নি, পাঁচটি গ্রামকে 'শান্তিগ্রাম' সম্মান থানার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গত সাত বছরের ইতিহাসে কোনরকম কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অশান্তি হয়নি তাই পাত্রসায়ের ব্লকের এরকম পাঁচটি গ্রামকে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদোগে পাত্রসায়ের থানার তরফে " শান্তিগ্রাম " পুরস্কারে ভূষিত করা হল । পাত্রসায়ের থানা প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই পাঁচটি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় । পুরস্কার তুলে দিলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি । এছাড়াও পাত্রসায়ের থানায় সংস্কার হওয়া অফিস ও প্রধান গেটের শুভ উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার ।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গণেশ বিশ্বাস , বিষ্ণুপুরের এসডিপিও কুতুব উদ্দিন খান , সোনামুখী সিআই গৌতম তালুকদার, পাত্রসায়ের থানার ওসি বিদ্যুৎ কুমার পাল। ২০১৬ সালের পর গত সাত বছরের ইতিহাসে নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্যারোলডাঙা ও জ্বলজ্বলা গ্রামে একটিও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অশান্তির ঘটনা ঘটেনি । এছাড়াও পাত্রসায়ের গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলারডাঙা , বিউর-বেতুর পঞ্চায়েতের সৈয়দপুর ও বেলুট-রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেটিয়া গ্রামে একটিও অশান্তির ঘটনা থানায় লিপিবদ্ধ হয়নি । তাই ওই পাঁচটি গ্রামকে জেলা পুলিশের তরফে " শান্তিগ্রাম " হিসেবে মনোনীত করা হয় ।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন , এই গ্রামগুলির মানুষ অত্যন্ত ভদ্র ও সরল এরা সর্বদাই পুলিশের সঙ্গে কো অপারেট করে পুলিশকে ওই গ্রামে সব সময় যেতে হয় না । এই ধরনের গ্রামগুলো আমরা সব সময় চাই । আর এই ধরনের গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের সম্মানিত করা হলো । এছাড়াও তিনি বলেন , এই গ্রামগুলিকে দেখে আশেপাশের গ্রামগুলিও অনুপ্রাণিত হবে ।

গ্যারলডাঙা গ্রামের কালীচরণ বাগদী জানান , এই পুরস্কার পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত সারা বছর গ্রামের সকলে আমরা মিলেমিশে থাকি । আগামী দিনে চাইবো আশেপাশের গ্রামের মানুষরাও তাদের গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখুক ।

মেমারি মাদ্রাসায় শুরু হল সারা বাংলা দশম কুরআন প্রতিযোগিতা

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: ভারত খ্যাত বহুমুখী ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া ইশাআতুল উলুম আক্কালকুয়ার উদ্যোগে ও মরহুম গোলাম আহমদ মোর্তজা প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম মেমারির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে ১২ ও ১৩ নভেম্বর শুরু হয়েছে সারা বাংলা দশম কুরআন প্রতিযোগিতা। কুরআন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পূর্ণাঙ্গ পুরাণ কণ্ঠস্থ করণ, দ্বিতীয় পর্যায়ে কুরআন শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০ হাদিস সনদ (বর্ণনা সূত্র) সহ কণ্ঠস্থ করণ। এখানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসাগুলি অংশগ্রহণ করেছে। এই রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীরা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্রে অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে জানা যায়। এই কুরআন প্রতিযোগিতার বিচারক মহারাষ্ট্রের জামিয়া ইসলামিয়া ইশাআতুল উলুম আক্কালকুয়ার প্রতিনিধিগণ।

জামিয়া ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুমমের সংগঠকদের তরফে জানা গেছে, এই কুরআন প্রতিযোগিতায় বিশিষ্টদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা হুজাইফা উস্তানভি, হায়দরাবাদের বিশিষ্ট ইসলামি বক্তা মুনাওয়ার জামা উপস্থিত থেকে সফলদের পুরস্কৃত করবেন।

সুন্দরবনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হল ডিজিটাল সিস্টেম

মাফরুজা খাতুন ● বাসন্তী

আপনজন: বাসন্তী ব্লকের নফরগঞ্জ সুন্দরবনের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রামেই রয়েছে নীলকণ্ঠ পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রত্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়ে শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হল ডিজিটাল স্টুডেন্টস এটেন্ডেন্স নামে বিশেষ সিস্টেম।

যে সিস্টেমের মাধ্যমে শিশুর অভিভাবক গন সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের ছেলে বা মেয়ে স্কুলে ঠিকমতো পৌঁছেছে কিনা বা সঠিক সময়ে স্কুল ছেড়েছে কিনা।অত্যাধুনিক এমন পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রী তার স্কুলের আইডেন্টিটি কার্ড একটি ডিভাইসের সামনে ধরলেই তার বাড়ীতে সহজে বার্তা পৌঁছে যাবে। এতে ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকগন ভীষণ উপকৃত হবেন। বর্তমানে প্রতি বাবা মায়ের একের অধিক সন্তানের সংখ্যা খুবই কম।তাই তাঁদের সন্তান বাড়ীর বাইরে পা দিলেই চিন্তার অন্ত থাকে না। এই সিস্টেম চালু হওয়ার ফলে যেহেতু গ্রামের স্কুল গুলিতে নিজস্ব গাড়ী নেই,তাই তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। তাছাড়া যে ভাবে গ্রামের রাস্তা ঘাটে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে এবং তার সঙ্গে দুর্ঘটনার মাত্রা বাড়ছে, অভিভাবকদের কাছে মারাত্মক দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল। সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয়,সারা বাংলায় দ্বিতীয় স্কুল হিসাবে এই সিস্টেমের অধিকারী হল এই স্কুল। বিগত দিনে এমন সিস্টেম চালু করেছিল বাসন্তীর চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এবার কর্নেল ভুপাল লাহিড়ী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের আর্থিক সহযোগীতায় নীলকন্ঠ পুর বিদ্যালয়ে এমন অভিনব অত্যাধুনিক সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলার সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল। ছাত্রছাত্রীরা আইডেন্টিটি কার্ড ছোঁয়ালো এবং অভিভাবক গন মুহূর্তে বার্তা পাবেন।এছাড়া একই সাথে বিদ্যালয়ে ডিজিটাল অলটারনেটিভ টু টিউশন নামে আর একটি সিস্টেম উদ্বোধন হয়।যার মাধ্যমে একটি ক্লাসের যে কোন বিষয়ের বিশেষত অংক এবং ইংরাজী ক্লাস রেকোর্ডিং হবে।যা বাংলার বুকে প্রথম। ক্লাসের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত অমনোযোগী, পিছিয়েপড়া তাদেরকে ওই ক্লাসকে ফিরে দেখার সুযোগ করে দেওয়া। যাতে তাদের ঘাটতি পূরণ হতে পারে। সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন প্রাক্তন তথ্যপ্রযুক্তিবীদ তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক শুভ্রেন্দু রায়চৌধুরী। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, এইমন ধরনের দুটি সিস্টেম সুন্দরবনের আরও চারটি স্কুলে শীঘ্র গড়ে উঠবে।

সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল বলেন,যাতে জেলার অন্যান্য সমস্ত বিদ্যালয়ে এই সিস্টেম চালু হয় আগামীতে তার উদ্যোগ গ্রহন করা হবে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বাপ্পাদিত্য নস্কর, আব্দুল মান্নান গাজী,বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আতিয়ার রহমান মোল্লা, নফরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কামিনী সরদার,শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক বিবেকানন্দ পাল ও শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত চুনাখালী হাটখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি,কলকাতার প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক দুর্গাদাস মিদ্যা,কবি-সাহিত্যিক চন্দন চক্রবর্তী, ফটিক চৌধুরী,সুনীল করণ সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

জুয়ার আসরে হানা দিয়ে গ্রেফতার করল পুলিশ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জুয়ার আসরে হানা দিয়ে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশের তরফে উদ্ধার করা হয় কয়েক হাজার টাকার বোর্ড মানি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ব্লকের ৩ নং ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঈশ্বর পাড়া এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, সূত্র মারফত খবর পেয়ে রবিবার বিকেলে ঐ এলাকার জুয়ার আসরে হানা দেয় হিলি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশ। পাশাপাশি জুয়ার বোর্ড থেকে কয়েক হাজার টাকার বোর্ড মানি উদ্ধার করা হয় পুলিশের তরফে। হিলি থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন ছদ্মবেশে ওই জুয়ার ঠেকে হানা দেন তাঁরা। ঘটনাস্থল থেকে নগদ অর্থ সহ চারজনকে আটক করেন তাঁরা। সেখানেই বেশ কিছু টাকার বোর্ড মানে উদ্ধার করা হয়।পাশাপাশি এই ঘটনায় আর কে বা কাহারা যুক্ত রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে হিলি থানার পুলিশের তরফে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বালিকা মিশনে প্রবেশিকা পরীক্ষা নির্বিঘ্নে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● হাড়োয়া

আপনজন: প্রবেশিকা পরীক্ষা ও অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়ার মল্লিকপুরে বেড়াচাপা রোডের ধারে অবস্থিত 'বঙ্গভূমি' বালিকা মিশনে। মিশন প্রাঙ্গণে অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মিশন কর্তৃপক্ষ।

রবিবার দুপুরের অভিভাবক সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিশনের কর্ণধার হাজি শেখ সামসুল হক। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পরিচালন সমিতির সদস্য মনোয়ার হোসেন, প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা এবং শিখন পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখেন শিক্ষক রিসোর্স পার্সন মহম্মদ মফিজুল ইসলাম প্রমুখ। এদিন সভা সভা সঞ্চালনা সাংবাদিক আব্দুল হালিম।

মিশনের কর্ণধার হাজি শেখ সামসুল হক জানান, আবাসিক এই মিশন টি ২০২২ সালে পথ চলা শুরু করেছে। এখানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা রয়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা চর্চার পরিবেশ রয়েছে এখানে।

বি.এড কলেজের অনুমোদন বাতিলের নিন্দায় এসডিপিআই

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের ২৫৩ টি বি.এড কলেজকে বাতিল করার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এসডিপিআই-এর রাজ্য সহ সভাপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। তিনি বলেন, রাজ্যের ৬২৪ টি বি.এড কলেজের মধ্যে ৬০৩ টি কলেজ বেসরকারি, যার মধ্যে ২৫৩ টি কলেজ বাতিল করেছে বি.এড বিশ্ববিদ্যালয়। মূলত যে কারণে বাতিল করা হয়েছে তা খুবই দুঃখজনক।

ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট না থাকা, পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক না থাকা ও শিক্ষকদের যথাসময়ে বেতন না দেওয়ার অভিযোগ তুলে বাতিল করা হয়েছে কলেজগুলো। অথচ রাজ্যের অসংখ্য সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম শিক্ষক না থেকেও চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এমনও স্কুল আছে যেখানে দুই হাজার ছাত্র ছাত্রী আর শিক্ষিক চারজন। এমনও বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে স্থায়ী অধ্যাপক পর্যন্ত নেই। যেখানে ন্যূনতম শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক না থাকায় হঠাৎ এতগুলো বি.এড কলেজ বাতিল নিন্দনীয়।

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পরিমান শিক্ষক আছে কি না, তাদের বেতন দেওয়া হয় কি না তা যাচাই করার দায়িত্ব সরকার ও শিক্ষা দপ্তরের। এভাবে হঠাৎ করে বাতিল করে দিয়ে হাজারো শিক্ষার্থীদের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি দাবি করেন চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়া ও নির্দেশিকা পূরণ করা পর্যন্ত নতুন শিক্ষার্থীদের ভর্তি না হওয়ার নোটিশ জারি করুক বি.এড বিশ্ববিদ্যালয়।

আক্রান্ত আইএসএফ কর্মীর বাড়িতে নওশাদ

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: সূত্রে খবর গত রাত্রিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়।

ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত এলাকার ইন্ডিয়ান সেকুলার ফন্টের কর্মী সমর্থকদের বাড়ি নির্বিচারে আক্রমণ করে এবং তারা বাড়ি ভাঙচুর করে ও কর্মীদের নির্দয় প্রহার করে বলে অভিযোগ করেন আই,এস,এফ, কর্মী সমর্থকরা। সেই সূত্রে আজ রবিবার দুপুর ২ টা নাগাদ ইন্ডিয়ান সেকুলার ফন্টের চেয়ারম্যান তথা ভাঙ্গরের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী দলের অন্যান্য নেতৃত্ব সহ অত্যাচারিত কর্মী ও তাদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ডায়মন্ড হারবার থানার অন্তর্গত বাগদা গ্রামে ও বাসূল ডাঙ্গা অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আই,এস,এফ কর্মী সমর্থক দের উপর আক্রম ও তাদের বাড়ি ভাঙচুর করে। তাদের অভিযোগ শুনে দলের কর্মী সমর্থক দের সঙ্গে তাদের বাড়িতে এসে দেখা করে জান বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী,এবং তাদের অভিযোগ শুনে সব রকম দিক থেকে তাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়ে যান। বিধায়ক কে দেখে এলাকার মানুষের উপচে পড়া ভিরে জনজুয়ার ছিল চোখে পড়ার মতো। দলীয় কর্মীদের বাড়িতে দেখা করতে এসে এখানে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী শাসক দলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

গ্রামরক্ষী বাহিনীর সামাজিক কর্মসূচি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● খণ্ডঘোষ

আপনজন: খণ্ডঘোষ গ্রামরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে ও খণ্ডঘোষ থানার সহযোগিতায় কালী পূজার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও সদর সাউথ সুপ্রভাত চক্রবর্তী, বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ,ওসি খণ্ডঘোষ সুব্রত বেড়া, গ্রাম রক্ষী বাহিনীর সভাপতি শ্যামসুন্দর সেন, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ সাইফুদ্দিন চৌধুরী সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। এই মঞ্চ থেকে প্রায় ২০০ জন সিভিক ভলেন্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও টেম্পোরারি হোম গার্ড দিয়ে জ্যাকেট বিতরণ করা হয়। ১০০ জন দুস্থদের কম্বল, ৪০ জন ছাত্র ছাত্রীদের স্টুডেন্ট কিট ও ৪৬ জন টিবি রোগীদের তিন মাসের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি সমগ্র সঞ্চালনা করেন সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম। এই অনুষ্ঠান থেকে বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত ও স্বাধীনতা সংগ্রামী দানবীর রাসবিহারী ঘোষের আবক্ষ মূর্তি তে ফুলের মালা পরিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সমস্ত অতিথিরা একত্রিত হয়ে প্রদীপ প্রজ্জলন করেন। অনুষ্ঠানে এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ ওসি খন্ডঘোষ সুব্রত বেড়ার বিভিন্ন মহতি কাজের ভুয়সী প্রশংসা করেন।

প্রথম নজর

শব্দবাজি ছেড়ে অন্য পেশায় যাওয়া ব্যক্তিদের সম্মান জ্ঞাপন পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণ ও দীপাবলিকে সামনে রেখে দূষণ রোদ ও ডিজে বক্স শব্দ দানবের দাপাদাপি রুখতে কঠোর হতে ব্যবস্থা নিলেন ডায়মন্ড হারবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। একদিকে যেমন দীপাবলিকে সামনে রেখে কোন শব্দ বাজিয়ে যাতে কোন দোকানে কোন ভাবে বিক্রি না হয় সেই দিকে নজর রেখে প্রথম থেকেই মাইকিং প্রচারের মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে স্থানীয় দোকানদারদের, ঠিক তেমনি ডায়মন্ডহারবার এসডিপিও মিথুন কুমার দে গভীর রাত পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় টহলদারি চালান। তবে শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে এক অন্য ছবিও দেখা গেল ডায়মন্ড হারবারে। বেশ কিছুদিন আগে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ১৫ নম্বর এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কিছু বাজি প্রস্তুতকারক স্রমিক এবং মালিকদের নিজে গিয়ে সচেতন করেন পুলিশ প্রশাসন যাতে কোনভাবে শব্দ বাজি প্রস্তুতি না করার জন্য। এই বাজি তৈরি করতে কতটা বিপদজনক এবং দুর্ঘটনার ফলে অনেক মানুষের প্রাণ যেতে পারে সেই নিয়ে তাদেরকে বোঝান এসডিপিও মিথুন কুমার দে। এরপর থেকে শব্দবাজি কাজ ছেড়ে দেয় দিয়ে অন্য পেশায় যায় ,তারপর থেকেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের উপরে নজর রাখা হয়েছিল। সেই বাজি তৈরীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বেশকিছু বাজে প্রস্তুতকারক ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাজি প্রস্তুতকারক শ্রমিকেরা অন্য পেশার সাথে নিযুক্ত হন। কেউ শ্রমিকের কাজ করেন, কেউ ভ্যান চালান আবার কেউবা দোকান শুরু করেছে। আর সেই সমস্ত শ্রমিক মালিকদের বাড়িতে বাড়িতে সম্মান জানাতে এসডিপিও রাতে নিজে পৌঁছে গিয়ে তাদের হাতে ফুল ও মিষ্টি তুলে দেন তাদের এই চিন্তা ভাবনার জন্য।

দুই সন্তান সহ গৃহবধূর দেহ উদ্ধার পুকুর থেকে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গৃহবধূ এবং তার দুই সন্তানের পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য।দুই সন্তান সহ গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ি লোকজনের বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে মালদার রতুয়া থানার ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়লাপাথার গ্রামে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধুর নাম জেলেখা বিবি (২৭), কন্যা সন্তান মরিয়ম খাতুন (৬) পুত্র মহম্মদ নবি (৪)।

আট বছর আগে কয়লাপাথার গ্রামের লোকমান আলির সঙ্গে বিয়ে হয় মানিকচক থানার ধরমপুরের জেলেখা বিবির। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। জেলেখা বিবির বাপের বাড়ির অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে মেয়ে এবং দুই নাতি নাতনির পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। আমাদের অনুমান মেয়ে এবং দুই নাতি-নাতনিকে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরা স্বাশরোধ করে মেরে ফেলেছে পরে আত্মহত্যা রূপ দেওয়ার জন্য পুকুরে ফেলে খুনের ঘটনা ধাপা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা চাই পুলিশ সঠিক তদন্ত করে খুনিদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করুক।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ওই মহিলা ও দুই শিশুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃত্যুর কারণ ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ।

দার্জিলিংয়ে পাঠ্য সামগ্রী বিলি শিক্ষক সংগঠনের

আপনজন: শীতার্ত অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের উষ্ণতা দিতে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পাশে দাঁড়াল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। ১১ নভেম্বর ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী তথা মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষা দিবসকে সামনে রেখে পথ শিশুদের হাতে পাঠ্যপুস্তক ও পথশিশু,নারী, পুরুষদের হাতে বস্ত্র সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদের উপস্থিতিতে।

স্ক্রাব টাইফাস সহ কলেরা রোগে মৃত্যুতে আতঙ্ক আদিবাসী পাড়ায়

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: শেষ ৪দিনে পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো ২ আদিবাসীর মহিলার সহ ১জন পুরুষের। মৃতদের নাম ঠাকরুন টুডু,দুর্গ মুর্মু ও গোপাল মাড্ডি।যদিও গোপাল মাড্ডির মৃত্যু হৃদরোগে হয়েছে বলে জানান মল্লারপুর বিএমওএইচ । ঘটনাটি বীরভূমের ময়ুরেশ্বর -১ নম্বর ব্লকের ঝিকড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাজিপুর গ্রামে। এলাকায় পেটের রোগে আক্রান্ত মোট ৫৩জন। আক্রান্তদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে স্ক্রাব টাইফাস সহ কলেরা ধরা পড়ে। গত ৭দিন ধরে গাজিপুর গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় পেটের রোগের প্রাদূর্ভাব শুরু হয়। বমি ও পায়খানার উপসর্গ দেখা দেয় আক্রান্তদের মধ্যে। আক্রান্তদের স্থানীয় মল্লারপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় । তাদের মধ্যে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মঙ্গলবার ও বুধবার রাতে মৃত্যু হয় ঠাকরুন টুডু ও দুর্গ মুর্মু নামে দুই আদিবাসী মহিলার অন্যদিকে বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় গোপাল মাড্ডির। এদিকে পর পর ৩দিনে ৩জনের মৃত্যুর পরেই গ্রামে পৌঁছায় স্বাস্থ্য দফতরের লোকজন। এলাকায় ছেটানো হয় ব্লিচিং পাউডার সহ বিভিন্ন জীবাণু মারার উপকরণ। গ্রামে করা হয়েছে অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প। এলাকার পুকুরের জল ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। পাশাপাশি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে বলা হয়েছে, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সহ মল্লারপুর নঈসুভা নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রামে জলের পাউচ সহ শুকনো খাবার,সাবান বিতরণ করা হয়েছে । মল্লারপুর গ্রামসুভার সদস্য বলরাম বাগদী আমাদের জানান গোটা গ্রাম টি আবর্জনায় ভর্তি আছে সমস্তটা পরিষ্কার করছি আমরা। এছাড়া গ্রামের লোকজনকে আমাদের পক্ষ থেকে রান্না করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা রেখেছি। আজ অর্থাৎ রবিবার ফের ২জন আক্রান্তকে মল্লারপুর হাসপাতাল পাঠালে মোট আক্রান্ত বেড়ে ৫৩জন । এক আদিবাসীপাড়ায় এতজন রোগাক্রান্ত হওয়ায় চিন্তার ভাঁজ চিকিৎসক মহলে ।অন্যদিকে ঘটনার তদারকিতে এলাকাঘুরে দেখেন রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য জনস্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অনান্যরা।

ঐকতান মিল্লী ইত্তিহাদ মজলিশের সভায় ফিলিস্তিনিদের জন্য প্রার্থনা

নুরুল ইসলাম খান ● বারাসত

আপনজন: ঐকতান মিল্লী ইত্তিহাদ মজলিস দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ঐক্যের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত সদর হসপিটালের পাশে ওয়াকফ পরিষেবা কেন্দ্রে বারাসাত ব্লকের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সংগঠনের আগামী পরিকল্পনা নিয়ে ঐকতানের কর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মত বিনিময় করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐকতান এর সংগঠক মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব। ঐকতান এর উদ্দেশ্য ও আগামী পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন ঐকতান এর আহ্বায়ক মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া সাহেব। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ঐকতান এর ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য প্রধান শিক্ষক জনাব শাহনাজ আলম সাহেব এবং শিক্ষক মাওলানা গাউসুল আজম সাহেব। এই সভায় বারাসাতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গণমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। যেমন শিক্ষক সাহেব আলী, শিক্ষক মাওলানা মোফাজ্জল সাহেব, শিক্ষক মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব, বারাসাত জজ কোর্টের অ্যাডভোকেট শফিউল আলম সাহেব ,বারাসাত মহিলা মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা নাসির উদ্দিন সাহেব, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল খালেক সাহেব, এবং হাসান আলী খান সাহেব। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সবাই এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতয় ব্যক্ত করেছেন। আগামীতে কলকাতায় সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ঐক্যসভা করা হবে বলে আজকের কর্মী সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐকতান এর ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মুফতি ইমদাদুল্লাহ কাসেমীর দোয়ার মাধ্যমে এই সভা সমাপ্ত হয়। তিনি মজলুম ফিলিস্তিনবাসীর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন।

কংগ্রেস,আইএসএফের পাঁচ পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূলে

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে তৃণমূল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি ব্লকের দক্ষিণ গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গাজীপুর বাজারে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সেই অনুষ্ঠানে কংগ্রেস থেকে ৩ জন জয়ী সদস্য গায়ত্রী প্রামানিক, শাহারুল পাইক, রুকিয়া বিবি ও আই এস এফ থেকে ২ জন জয়ী সদস্য রকিব গায়েন, রেজাউল পাইক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। এদিন এলাকার বিভিন্ন ধর্মের কিছু বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের ব্যাচ, উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য তথা সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার মহিলা নেত্রী পূর্ণিমা হাজারি নস্কর, কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বন্দনা কর্মকার, সহ সভাপতি আবদুল্লাহ হিল মারুফ, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ সুপ্রিয় হালদার, দক্ষিণ গাজীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাহানুর বিবি মোল্লা সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করে বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার জানান, ১০০ দিনের কাজের পাওনা বকেয়া টাকা বন্ধ করে দিয়ে বাংলার মানুষকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তার জন্য সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। পুলিশ দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে। পরে রাজভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়েছিল। তাতেও কেন্দ্র সরকারের টনক নড়েনি। বাংলার প্রতি বঞ্চনা করছে কেন্দ্র সরকার। আগামী দিনে বকেয়া টাকা না দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ তার যোগ্য জবাব দেবে।

বিষ্ণুপুরের রক্ষিত পরিবার মেতে উঠবে দুর্গাপুজোয়!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গোটা রাজ্য যখন কালী পূজার মেতে উঠবে ঠিক তখনই বিষ্ণুপুরের রক্ষিত পরিবারের সদস্যরা মেতে উঠবেন দুর্গাপুজোয়। আজ থেকে দেড়শ বছর পূর্বে এর ইতিহাস, তৎকালীন সময় বিষ্ণুপুরের সাত নম্বর ওয়ার্ডের পাটরাপাড়ায় বসবাস করত রক্ষিত পরিবার। প্রচলন রয়েছে কালীপুজোর তিনি পরিবারের দুর্গাপুজো করার তবে শারদীয়ার মতো মহিষাসুরমর্দিনী রূপে নয়। দেবাদিদেব মহাদেব সহ মণ্ডপে দেবী দুর্গা সপরিবারে বিরাজ করেন। পুজোয় চণ্ডীপাঠ থেকে শুরু করে হোম, যজ্ঞ, সন্ধিপুজো সহ যাবতীয় আচার পালন করা হয়। কথিত আছে রক্ষিত পরিবারের পূর্ব পুরুষদের রেশম গুটির ব্যবসা ছিল। ব্যবসার সুত্রে কোনও এক পূর্বপুরুষ পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন। কাজ সেরে ক্লান্ত হয়ে সেখানেই একটি গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েন। তখন স্বপ্নাদেশ পান যে, সবাই যখন কালীপুজো করবে সেই সময় দেবী দুর্গাকে পুজো করতে হবে। তারপর থেকে পরিবারের লোকেরা অমাবস্যা তিথিতে কালীপুজোর রাতে শিবদুর্গার পুজো শুরু করেন। প্রায় ছ'পুরুষ ধরে বাড়িতে এভাবেই পুজো হয়ে আসছে।

রাস্তায় চাঁদার জুলুমে নিগৃহীত হাসপাতালের এক চিকিৎসক

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার রাস্তায় চাঁদার জুলুমে নিগৃহীত হাসপাতালের এক চিকিৎসক,অবস্থার অবনতি হলে অন্যত্র স্থানান্তর করে চিকিৎসকেরা, ঘটনায় পুলিশের জালে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত।ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেলের চিকিৎসক সুজন দাস কে পূজোর চাঁদার জন্য রাস্তায় ফেলে নিগৃহীত করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি এদিন ফুলিয়া বুইচা ঘোষ পাড়া এলাকার।বিবরণে জানা যায় এই এলাকায় পূজোর চাঁদা আদায়ের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা আদায় করা হচ্ছিল। ১৫/১৬ জনের একটি দল রাস্তায় যে যাচ্ছেন তার গাড়ি থামিয়ে তার থেকেই চাঁদা আদায় করা হচ্ছিল। এই সময় ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক সকালে এমার্জেন্সি ডিউটি ধরার জন্য আসছিলেন।তাকে রাস্তায় আটকে চাঁদা চাওয়া হয়। সুজন বাবুর অভিযোগ,সে ফুলিয়া হাসপাতালের চিকিৎসক পরিচয় দিলেও তাকে ছাড়া হয়নি। ভুল করে মানিব্যাগ ফেলে রেখে এসেছেন বলে জানালে তাকে গালাগালি দিয়ে নিগৃহীত করা হয়।তার মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয় পাশাপাশি তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। কোনো রকমে ফুলিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে খবর গেলে চিকিৎসককে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। সাথে সাথেই অভিযুক্তকে তুলে এনে আটক করে পুলিশ। সুজন বাবু ফুলিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ জমা করেছেন। অন্যদিকে পরবর্তীতে আহত চিকিৎসক সুজন দাসের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা নদিয়া রানাঘাটে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করে তবে এই ঘটনায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক ডঃ পূজা মৈত্র বলেন আমরা পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছি পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে।একজন অন ডিউটি চিকিৎসকের সাথে এই ঘটনায় আমরা খুবই দুঃখিত,আরো যারা এই ঘটনায় জড়িত রয়েছে পুলিশ দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কাঁটাদিঘি মাদ্রাসায় সভা অভিভাবকদের নিয়ে

আর.এ.মন্ডল ● পাত্রসায়ের

আপনজন: দ্বীনি শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার মেল বন্ধনে, নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় "জামেয়া উম্মে কুলসুম লিল বানাত,"(কাঁটাদিঘী আবাসিক বালিকা মাদ্রাসা)। ১২ নভেম্বর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সকাল ৯ টা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত শতাধিক অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের উপস্থিতিতে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন মজিদ পাঠের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার স্থায়ী সভাপতি হাফিজ মুজাম্মিল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা দ্বীনিয়াত সেন্টারের সম্পাদক মাওলানা সাইফুদ্দিন নাদবী, বিশেষ অতিথি ছিলেন দারুল উলুম সেহারাবাজার মাদ্রাসার কার্যকরী সম্পাদক হাজী আশরাফ সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওলানা জাহাঙ্গীর সাহেব, মহম্মদ ইউনাস সাহেব সহ মাদ্রাসার সমস্ত শিক্ষক ও পরিচালকমন্ডলী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মুবারক আলী কাসেমী। উপস্থিত সকল ব্যক্তিগণ মাদরাসা উন্নয়নের জন্য জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। সভায় অর্ধ বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। দোওয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্তি ঘটে।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। জেলায় মসজিদ ভিত্তিক মক্তব গড়ার জন্যও এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম কর্তাগণ সমানে কাজ করে যাচ্ছেন।

ঈসালে সওয়াব ভাঙড়ের খারেজি মাদ্রাসায়

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কাঠজ্বালা-ছেলেগোয়ালিয়া এসএকে খারেজি মাদ্রাসায়। সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে প্রস্তুতি সভা শুরু হয়ে শেষ হয় দুপুরে।

এদিনের প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া সুন্নত ওয়াল জামাতের সম্পাদক মুফতি আব্দুল মতিন সাহেব। ছিলেন আয়োজক মাদ্রাসার সম্পাদক ইজাজুল ইসলাম, স্বস্ত্যায়নগাছি মাদ্রাসার সম্পাদক মোনায়েম সাহেব, হাতিশালা মাসজিদের ইমাম মাওলানা খুরশিদ আলম সাহেব প্রমুখ।অনুষ্ঠানে গজল পরিবেশন করেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী আইয়ুব লস্কর, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কলকাতায় শব্দ দানব রুখতে ৫০০০ পুলিশ রাস্তায় নামল

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার সন্ধ্যায় বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে পথে নামল কলকাতা পুলিশ। সন্ধ্যা করাতেই লালবাজার থেকে একাধিক মোটরসাইকেল প্রাইভেট কার ও টাটা সুমো বের হয়। সাদা পোশাকে পুলিশ বাহিনী ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। আগে বলা হতো আইনশৃংখলা রক্ষা করা দুর্গাপুজোতে কলকাতা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কালী পূজোতে শব্দ দানবকে রখা এখন পুলিশ প্রশাসনের কাছে এক বড় পরীক্ষা। শনিবার ভূত চতুর্দশীর রাতে কলকাতা শহর সহ বাগুইহাটি, এয়ারপোর্ট ,কেষ্টপুর নিউটাউন, বারুইপুর, গড়িয়া, ডায়মন্ডহারবার সর্বত্র দেদার শব্দবাজি পুড়েছে। শনিবার সন্ধ্যে থেকে পাড়ায় পাড়ায় কালী প্রতিমা নিয়ে আসা কে কেন্দ্র করে বা উৎসব যাপনকে সামনে রেখে যেভাবে শব্দবাজি পড়ানো হয়েছে তাতে পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট দূষণ ছড়াতে পারে যে বাজি তা ব্যবহার করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কলকাতা ময়দানে গ্রীন শব্দবাজি বিক্রি হচ্ছে একাধিক স্টলে। কালীপুজোর বহু আগে থেকে নাকা চেকিং করে টনটন বেআইনি শব্দ বাজি আটক করেছে পুলিশ। কিন্তু তারপরেও কালীপুজোর রাতে ৫০০০ পুলিশ কর্মীকে রাস্তায় নামাতে হয়েছে। ডিসি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার ৫৬ জন অফিসার গোটা শহরে বেআইনি শব্দবাজি পুরানো রুখতে নজরদারি শুরু করেছে। লালবাজার থেকে গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিভিন্ন এলাকায় ক্লোজসার্কিট ক্যামেরায় নজরদারি শুরু হয়েছে। শনিবার ও পুলিশের এই তৎপরতা কমতি ছিল না। কিন্তু তারপরেও শব্দবাজি ফেটেছে দেদার। কালীপুজোর রাতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে বহু তল বাড়িগুলিতে। বেশ কিছু বহু তলে ছাদে বিকেল থেকেই মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। কালীপুজোর আগে বিভিন্ন আবাসনের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করেছে পুলিশ।

এদিকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন রবিবার কালীপুজোর দিন সকাল ৭টা থেকে ১১টা এবং সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সাউন্ড বক্স ও মাইক বাজানো যাবে সোমবার সকাল সাতটা থেকে ১১ঃ০০ টা পর্যন্ত এই মাইক ব্যবহারের অনুমতি থাকছে। এর বাইরে জরুরী ঘোষণার জন্য মাইক ব্যবহার করা যাবে। এর বাইরে মাইক ব্যবহার হলে ক্যালকাটা সাব্বর্বান পুলিশ আইনে ১৭ ডি ধারায় মামলা রুজু করা হবে। একই সঙ্গে বিস্ফোরক আইনে মামলা করারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে নিষিদ্ধ বাজি ফাটালে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে দুর্ঘটনা

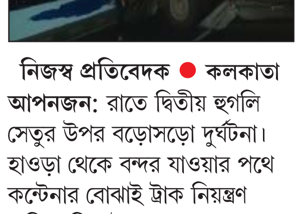

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাতে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপর বড়োসড়ো দুর্ঘটনা। হাওড়া থেকে বন্দর যাওয়ার পথে কন্টেনার বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডার ভেঙে ঢুকে পড়ে অন্যদিকের লেনে। এর জেরে সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। কলকাতা থেকে হাওড়া আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় প্রায় ঘন্টা চারেক। তিনটি হাইড্রোলিক ক্রেন এনেও কন্টেনার বোঝাই ট্রাক সরাতে কার্যত হিমশিম খায় পুলিশ। কোনওরকমে ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ আনে চালক। অল্পের জন্য ব্রিজের শেষ রেলিং ভেঙে ট্রাক নিচে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

মাধ্যমিক ২০২৪

টেস্ট পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষার আগে তোমাদের 'আপনজন'-এ প্রকাশিত হবে প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ ৯০ নম্বরের প্রশ্নপত্র, সঙ্গে দেওয়া থাকবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর। অবশ্য অংকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া হবে। তোমাদের জন্য এগুলি প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা।

সৌজন্যে - মাধ্যমিক ২০২৪ কথাশিল্প মক টেস্ট পেপারস

বাংলা

মডেল প্রশ্নপত্র : সেট - ২

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: ১ × ১৭ = ১৭

১.১ পুলিশ সেজে হরিদা দাঁড়িয়েছিলেন—
ক) জগদীশবাবুর বাড়ি খ) চকের বাসস্ট্যান্ডে গ) দয়ালবাবুর লিচু বাগানে ঘ) চায়ের দোকানে।

১.২ নদেরচাঁদের বয়স—
ক) পঁচিশ বছর খ) ত্রিশ বছর গ) পঁয়ত্রিশ বছর ঘ) চল্লিশ বছর।

১.৩ ছোটোমাসি তপনের থেকে কত বছরের বড়ো—
ক) বছর পাঁচেকের খ) বছর আস্টেকের গ) বছর দশেকের ঘ) বছর বারোর।

১.৪ 'অভিষেক' শীর্ষক কাব্যাংশটি 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এর কোন সর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে —
ক) প্রথম সর্গ খ) তৃতীয় সর্গ গ) নবম সর্গ ঘ) পঞ্চম সর্গ।

১.৫ 'তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।'—কারা স্বপ্ন দেখতে পারল না—
ক) সেই মেয়েটি খ) গির্জার নান গ) কবিতার কথক ঘ) শান্ত হলুদ দেবতারা।

১.৬ 'গান বাঁধবে সহস্র উপায়ে'—কে গান বাঁধবে—
ক) চিল খ) কোকিল গ) শকুন ঘ) ময়ূর।

১.৭ পালকের কলমের ইংরেজি নাম হল—
ক) স্টাইলাস খ) ফাউন্টেন পেন গ) কুইল ঘ) রিজার্ভার পেন।

১.৮ কানে কলম গুঁজে দুনিয়া খোঁজেন—
ক) প্রাবন্ধিক খ) দার্শনিক গ) গল্পকার ঘ) নাট্যকার।

১.৯ 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড'— উক্তিটি
ক) রবীন্দ্রনাথের খ) বঙ্কিমচন্দ্রের গ) কালিদাসের ঘ) বিদ্যাসাগরের।

১.১০ অনুসর্গের দৃষ্টান্ত কোনটি—
ক) জন্য খ) খানা গ) টি ঘ) গাছা।

১.১১ দ্বন্দ্ব সমাসে অর্থ প্রাধান্য থাকে—
ক) পূর্ব পদের খ) উভয়পদের গ) পরপদের ঘ) অন্যপদের।

১.১২ 'ইসাবের মেজাজ চড়ে গেল।' —নিম্নরেখ পদটি কোন কারকের উদাহরণ—
ক) কর্মকারক খ) করণকারক গ) কর্তৃকারক ঘ) অপাদানকারক।

১.১৩ 'ফেলাইলা কনক-বলয় দূরে;' —নিম্নরেখ পদটি যে সমাসের উদাহরণ তা হল—
ক) তৎপুরুষ খ) অব্যয়ীভাব গ) বহুব্রীহি ঘ) কর্মধারয়।

১.১৪ 'বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না'— এটি কী ধরনের বাক্য?
ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য খ) নির্দেশক বাক্য গ) বিস্ময়সূচক বাক্য ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্য।

১.১৫ 'আমি মহারাজ নই, আমি এই সৃষ্টির মধ্যে এককণা ধূলি'— এটি কোন শ্রেণির বাক্য—
ক) সরল বাক্য খ) যৌগিক বাক্য গ) জটিল বাক্য ঘ) মিশ্র বাক্য।

১.১৬ 'জগদীশবাবু সিঁড়ি ধরে নেমে যান।' — বাক্যটির ভাববাচ্যের রূপ হল—
ক) জগদীশবাবুর সিঁড়ি ধরে নামা হয় খ) জগদীশবাবুর দ্বারা সিঁড়ি ধরে নামা হয়
গ) জগদীশবাবু সিঁড়ি ধরে নামেন ঘ) জগদীশবাবু সিঁড়ি ধরে নেমে আসেন

১.১৭ 'নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে।' — এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ—
ক) কর্মবাচ্য খ) ভাববাচ্য গ) কর্তৃবাচ্য ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য।

২. কম-বেশি ২০টি শব্দে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: ১ × ১৯ = ১৯

২.১ যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১ × ৪ = ৪

২.১.১ 'অমৃত ফতোয়া জারি করে দিল'— অমৃত কী 'ফতোয়া' জারি করেছিল?
২.১.২ 'নদেরচাঁদ সব বোঝে;'— নদেরচাঁদ কী বোঝে?
২.১.৩ 'আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন'— কোন দিনটি বক্তার সবচেয়ে দুঃখের?
২.১.৪ জগদীশবাবু তীর্থভ্রমণের জন্য কত টাকা বিরাগীকে দিতে চেয়েছিলেন?
২.১.৫ 'তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?'। — কোন বস্তুটি পকেটে ছিল?

২.২ যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১ × ৪ = ৪

২.১.১ 'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে।'— ওরা কারা?
২.১.২ 'তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান'—গান কোথায় বেড়াবে?
২.১.৩ 'সিন্ধুতীরে রহিছে মাঞ্জস।।'— 'মাঞ্জস' শব্দের অর্থ কী?
২.১.৪ 'কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে,'— বক্তার এমন মন্তব্যের কারণ কী?
২.১.৫ 'ওরে ওই স্তব্ধ চরাচর'— 'চরাচর' স্তব্ধ কেন?

২.৩ যে কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১ × ৩ = ৩

২.৩.১ লেখক শ্রীপান্থ ছোটোবেলায় কীসে 'হোম-টাস্ক' করতেন?
২.৩.২ দু'জন সাহিত্যিকের নাম করো যাঁদের নেশা ছিল ফাউন্টেন পেন সংগ্রহ করা।
২.৩.৩ পরিভাষার উদ্দেশ্য কী?
২.৩.৪ প্রয়োজন মতো বাংলা শব্দ পাওয়া না গেলে কী করা উচিত বলে লেখক মনে করেছেন?

২.৪ যে কোনো ৮টি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১ × ৮ = ৮

২.৪.১ সম্বন্ধ পদ কারক নয় কেন?
২.৪.২ অব্যয়ীভাব সমাসের একটি উদাহরণ দাও?
২.৪.৩ নিরপেক্ষ কর্তার উদাহরণ দাও?
২.৪.৪ 'গৌরাঙ্গ'— শব্দটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ।
২.৪.৫ 'আর কোনো ভয় নেই'। — প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিবর্তন করো।
২.৪.৬ 'কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য।' — জটিল বাক্যে পরিবর্তন করো।
২.৪.৭ 'নদীর ধারে তাঁর জন্ম হইয়াছে।'— কর্তৃবাচ্যে পরিণত করো।
২.৪.৮ কর্মকর্তৃবাচ্য কাকে বলে?
২.৪.৯ সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হয়।— বাক্য নির্মাণের কোন শর্ত এখানে লঙ্ঘন করা হয়েছে?
২.৪.১০ শব্দ বিভক্তির একটি উদাহরণ দাও।

৩. প্রসঙ্গ নির্দেশ সহ কম-বেশি ৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও: ৩ + ৩ = ৬

৩.১ যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১ × ৩ = ৩

৩.১.১ 'উনি দশ বছরের অমৃতকে জড়িয়ে ধরলেন।'— 'উনি' কে? কেন অমৃতকে উনি জড়িয়ে ধরলেন? ১ + ২
৩.১.২ 'বাবাই একদিন এঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন'— বক্তা কে? তাঁর বাবা কাকে, কী চাকরি করে দিয়েছিলেন? ১ + ২

৩.২ যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১ × ৩ = ৩

৩.২.১ 'আমাদের ইতিহাস নেই'— কে, কেন একথা বলেছেন? ১ + ২
৩.২.২ 'অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো'— কবি কোথায় অস্ত্র রাখতে বলেছেন? তাঁর একথা বলার কারণ কী? ১ + ২

৪. কম-বেশি ১৫০ শব্দে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫

৪.১ 'নদীর বিদ্রোহ' গল্প অবলম্বনে নদীর প্রতি নদেরচাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয় দাও। ৫
৪.২ জগদীশবাবুর বাড়ি হরিদা বিরাগী সেজে যাওয়ার পর যে ঘটনা ঘটেছিল তা বর্ণনা করো। ৫

৫. কম-বেশি ১৫০ শব্দে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও? ৫

৫.১ 'অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান'— কবিতার মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখো। ৫
৫.২ 'আমরা ভিখারি বারোমাস'— 'আমরা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? তারা নিজেদের সর্বদা ভিখারি বলে মনে করেছেন কেন? ২ + ৩

৬. কম-বেশি ১৫০ শব্দে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫

৬.১ 'আশ্চর্য, সবই আজ অবলুপ্তির পথে।' কোন জিনিস আজ অবলুপ্তির পথে? এই অবলুপ্তির কারণ কী? এ বিষয়ে লেখকের মতামত কী? ১+১+৩
৬.২ 'পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য।'— লেখকের এমন মন্তব্যের কারণ কী? ৫

৭. কম-বেশি ১২৫টি শব্দে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১ × ৪ = ৪

৭.১ 'বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়—মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা'— কাদের উদ্দেশ করে একথা বলা হয়েছে? এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বক্তার কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ১ + ৩
৭.২ 'মুন্সিজি, এই পত্রের মর্ম সভাসদদের বুঝিয়ে দিন।'— কে, কাকে পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রে কী লেখা ছিল? ১ + ৩

৮. কম-বেশি ১৫০ শব্দে যে কোনো দু-টি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫ × ২ = ১০

৮.১ 'কম্পিটিশনে পড়লে মেয়েটা তো আমার পা-ধোয়া জল খাবে'— কোন প্রসঙ্গে কার এই উক্তি? এখানে বক্তার চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে? ২+৩
৮.২ দারিদ্র্য আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনির যে লড়াই— তা পাঠ্য গল্প অবলম্বনে লেখো। ৫
৮.৩ 'তবে একবার কখনো যদি জলে পাই' — কোন প্রসঙ্গে কার এই উক্তি? এখানে 'জলে পাওয়া' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২+৩

৯. চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো: ৪

Honesty is a great virtue. If you do not deceive others, if you do not tell a lie, if you are strictly just and fair in your dealings with others, you are an honest man. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. No one can prosper in life if he is not honest.

১০. কম-বেশি ১৫০ শব্দে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১০

১০.১ মোবাইল ফোনের উপকারিতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
১০.২ কোনো গ্রামীণ এলাকায় একটি সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্‌বোধন হল— এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

১১. কম-বেশি ৪০০ শব্দের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো: ১০

১১.১ প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।
১১.২ লেখাপড়ার অবসরে খেলা আর গল্পের বই।
১১.৩ সমাজকল্যাণে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য।
১১.৪ দেশভ্রমণের উপযোগিতা।

উত্তর

১.১-(গ) দয়ালবাবুর লিচুবাগানে, ১.২-(খ) ত্রিশ বছর, ১.৩-(খ) বছর আস্টেকের, ১.৪-(ক) প্রথম সর্গ, ১.৫-(ঘ) শান্ত হলুদ দেবতারা ১.৬-(খ) কোকিল, ১.৭-(গ) কুইল, ১.৮-(খ) দার্শনিক, ১.৯-(গ) কালিদাসের, ১.১০-(ক) জন্য, ১.১১-(খ) উভয়পদের, ১.১২-(ক) কর্মকারক, ১.১৩-(ক) তৎপুরুষ, ১.১৪-(ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য,১.১৫-(ক) সরলবাক্য, ১.১৬-(ক) জগদীশবাবুর সিঁড়ি ধরে নামা হয়, ১.১৭- (গ) কর্তৃবাচ্য।

একটি উচ্চমানের আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
নাবাবীয়া মিশন
NABABIA MISSION
২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
মাইনান*খানাকুল*হুগলী*পিন-৭১২৪০৬
আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য আমরা সাফল্যের সহিত ২০০টি সিট করতে পেরেছি, যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বেশি।
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য বিষয় ভিত্তিক সমস্ত বিষয়ের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা,অফিস স্টাফ(কম্পিউটার জানা বাধ্যতামূলক), রিসেপশনিস্ট ও সিকিউরিটি প্রয়োজন।আবেদনের জন্য আমাদের মিশনের নিম্নলিখিত ইমেইল আইডিতে বায়োডাটা পাঠান
ইন্টারভিউ - নভেম্বর।। নিয়োগ - ডিসেম্বরের ২০ তারিখের মধ্যে
সাম্মানিক: থাকা খাওয়া বাদে 10,000/- থেকে 15,000/- পর্যন্ত
বি, দ্রঃ বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদা সাম্মানিক
Email:nababiamission786@gmail.com // WhatsApp:9732381000

ভরসা একমাত্র আল্লাহ্
সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)
মদিনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান
পঞ্চম হইতে দ্বাদশ কলা ও বিজ্ঞান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও জিডি সার্কেলভুক্ত

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব

মূল অনুপ্রেরক :-
পিছিয়ে পড়া সমাজের নয়ন-মনি দানবীর, বাংলার গৌরব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব ও তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত মুসলিম সমাজের গর্ব আলহাজ্ব নুরুল হক (আই.এ.এস) সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোনার মনিটরিং কমিটি।

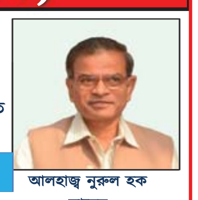
আলহাজ্ব নুরুল হক সাহেব

অফিসঃ 6294233308/ 7478196702 / 9475244994

--: মনের কথা :-
আপনার ভালোবাসার সন্তান ও আত্মীয়কে যদি প্রকৃতই ইসলামী ভাবধারায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক ও দু' জাহানেরই গর্বের সন্তান তৈরি করতে চান, তবে অবশ্যই আমার মিশন পরিবারে দিতে অনুরোধ জানাই।
আমাদের বৈশিষ্ট্য :- ৪০ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি ও প্রকৃত মানব ও সমাজদরদী আদর্শ শিক্ষক দ্বীনের অতন্ত্র প্রহরী আমার সম্পাদক - এই দুই সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যহ নজরদারিতে এবং প্রকৃতই ভালোমানের ও ভালো মনের একঝাঁক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের নজরদারিতে আবির্ভাবেই এ প্রতিষ্ঠান সাড়া জাগিয়েছে। শুধু গণিত, ইংরেজি নয়— সর্ব বিষয়ে নজরদারি। কুরআন শেখা, তালিম, হাদীস ও শরিয়তের অনুশীলন, নামাজ— ঐচ্ছিক নয়, অবিশ্যিক। প্রতি ৩০ জনে ১ জন আরবি শিক্ষক (বর্তমানে ১২ জন— সারা দেশে একমাত্র আমরা), ছোট ছোট গ্রুপ কোচিং। প্রতি শনিবার বাদ ফজর সকল ছাত্রকে সামনে নিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনে ৪৫ মিঃ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সাহেব। অ্যাডমিশন ফিজ ও সীট চার্জ একবার, সেশন চার্জ বছরে ১ বার, খাওয়া পড়ায় মাসে ১ বার এর বাইরে এক পয়সাও নয়। -
স্বপ্ন নয়, গল্প নয়- বিজ্ঞাপনের চমক-ও নয়। ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্র দরিদ্র পরিবারের ও নামমাত্র খরচায় পড়াশুনা করা তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্ন ও কিছু মধ্য মেধার ছাত্র নিয়ে এ অভাবনীয় ফল। মিশনের ভালো মানের ও ভালো মনের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস মেহনতেরই প্রামাণ্য দলিল। মিশন সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধূলাতেও (মালয়েশিয়া ও ভুটানে) জাতীয় পতাকা হাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেও কাপ জিতেছে।

ফর্ম পাওয়া যাচ্ছেঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে
মিশন অ্যাডমিশন টেস্টঃ ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়
ফলাফলঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)

ফর্ম পাওয়া যাবেঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০, ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- মায়া আটাচাকী – রসিকপুর, বর্ধমান। ৯৪৩৪৪৭৩৭৪৪
- ওয়েবেল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার- কৃষ্ণগঞ্জ, হুগলী, আকতার আলী খান – ৯৯৩২০৬৬১২৯
- সোলাইমানী দাওয়া ও দোওয়া (মুফতি মোক্তার সাহেব) – রসুলপুর স্কুল রোড(চশমার দোকানের উপরে)
- খান সু হাউস – নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। এনামুল হক খান, মোঃ- ৯৩৭৮৪৮৮৫৫৭
- সুপার মিল্ক স্টোর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোয়া। মহঃ মনোয়ার হোসেন – ৮৯১৮২৫৩১৯৫
- দীপ ওয়ার্ল্ড লিংক – সালার (পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড) ,মুর্শিদাবাদ, মোঃ- ৯৭৯২৯৭২২২২/ ৭৭৯৭৫৮৮৪১৮

পরীক্ষাকেন্দ্রঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০ ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- ইকরা মিশন – মোঃ ৬২৯৫১৯৪৫৩৬, কাঁটাগড়িয়া, লোহাপুর, বীরভূম
- সালার ইনফিনিট মিশন – সালার, রেলগেট, মুর্শিদাবাদ মোঃ ৯৭৩২৩০৩০৬৬/ ৭০৭৬৮৮৮৮৯৩
- আমিনা মিশন – কৃষ্ণপুর, চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর মোঃ ৯৯৩৩৭৯০২৪৪/ ৯৯৩২০৬৬১২৯ (পারভেজ সরকার)

মাধ্যমিক ২০২৪
টেস্ট পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষার আগে তোমাদের 'আপনজন'-এ প্রকাশিত হবে প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ ৯০ নম্বরের প্রশ্নপত্র, সঙ্গে দেওয়া থাকবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর। অবশ্য অংকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া হবে। তোমাদের জন্য এগুলি প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা।
সৌজন্যে - মাধ্যমিক ২০২৪ কথাশিল্প মক টেস্ট পেপারস

ENGLISH

MODEL QUESTION : SET - 2

Section - A
READING COMPREHENSION (SEEN)

1. Read the passage carefully and answer the questions that follow:

As he entered the school gate, an idea occurred to him. He would deliver the letter to the headmaster at the end ofthe day. There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. Swami stood at the entrance to his class. Samuel was teaching arithmetic. He looked at Swami. Swami hoped Samuel would scold him severely.
"You are half an hour late" Samuel said.
"I have a headache, sir," Swami said.
"Then why did you come at all?"
This was an unexpected question from Samuel.
Swami said, "My father said I shouldn't miss school, sir."
Samuel looked impressed. "Your father is quite right. We want more parents like him."
"Oh, you poor man!" Swami thought, "You don't know what my father has done to you."
"All right, go to your seat."
Swami sat down, feeling sad. He had never met anyone as good as Samuel. The teacher was inspecting the home lessons. To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry. But today Samuel appeared very gentle.
"Swaminathan, where is your homework?"
"I have not done my homework, sir," Swami said.
"Why— headache?" asked Samuel.
"Yes, sir."
"All right, sit down," Samuel said.
When the bell rang for the last period at 4.30, Swami picked up his books and ran to the headmaster's room. He found the room locked. The peon told him the headmaster had gone on a week's leave. Swaminathan ran away from the place.
As soon as he entered home with the letter," Father said, "I knew you wouldn't deliver it."
"But the headmaster is on leave," Swami said.
Father snatched the letter away from Swami and tore it up.
"Don't ever come to me for help if Samuel scolds you again. You deserve your Samuel," he said.

A. Write the correct alternative in the given spaces to complete the following sentences: **1 × 5 = 5**

(a) Swami decided to deliver the letter–
(i) before going to his class (ii) after Samuel's class
(iii) at the end of the day (iv) at the end of the school hour

(b) When Samuel looked at Swami, he hoped that Samuel would–
(i) appreciate him (ii) rebuke him (iii) teach him (iv) justify the letter

(c) Samuel looked impressed with–
(i) the letter (ii) Swami (iii) Swami's father (iv) the headmaster

(d) Swaminathan could not complete his homework as he–
(i) had a headache (ii) was busy writing the letter
(iii) was scolded by his father (iv) was engaged in Samuel's thought

(e) Swami got the news about the headmaster from–
(i) the peon (ii) Samuel (iii) other teachers (iv) his father

B. Complete the following sentences with information from the text: **1 × 3 = 3**

(i) When Swami was standing at the entrance, Samuel ____________
(ii) Samuel used to get most angry at the time of ____________
(iii) Father snatched the letter to ____________

C. Fill in the chart with the information from the text: **2 × 2 = 4**

STATEMENT	REASON
(i)	(a) Samuel appeared very gentle that day.
(ii) Swaminathan could not deliver the letter.	(b)

2. Read the poem and answer the questions that follow:

Once I crept in an oakwood – I was looking for a stag.
I met an old woman there – all knobbly stick and rag.
She said; 'I have your secret here inside my little bag.'
Then she began to cackle and I began to quake.
She opened up her little bag and I came twice awake –
Surrounded by a staring tribe and me tied to a stake.
They said: 'We are the oak-trees and your own true family.
We are chopped down, we are torn up, you do not blink an eye.
Unless you make a promise now – now you are going to die.
'Whenever you see an oak-tree felled, swear now you will plant two.
Unless you swear the black oak bark will wrinkle over you
And root you among the oaks where you were born but never grew.'
This was my dream beneath the boughs, the dream that altered me.
When I came out of the oakwood, back to human company,
My walk was the walk of a human child, but my heart was a tree.

A. Write the correct alternative to complete the following sentences: **1 × 4 = 4**

(a) The child crept in an oakwood in search of–
(i) his secret (ii) the old woman (iii) the oak-trees (iv) a male deer

(b) The little boy came twice awake when the old woman
(i) began to quake (ii) began to cackle (iii) opened her little bag (iv) met him in the wood

(c) When the trees are chopped down, human beings–
(i) care least (ii) feel sorry for them (iii) make a promise (iv) plant two trees

(d) The child has his dream under the
(i) oakwood (ii) barks (iii) stake (iv) branches

B. Answer the following questions: **2 × 2 = 4**

(i) Why did the child begin to tremble?
(ii) What message does the poem convey?

READING COMPREHENSION (UNSEEN)

3. Read the following passage and answer the questions that follow:

KOLKATA: Last month, 10 blind hawkers in Kolkata and suburbs sold over 40,000 handmade paper pens with seeds implanted in them so that they can germinate into plants when the pens are discarded after the refills get exhausted.

NGO Baranagar Petals that works with blind people and a former principal of Narendrapur Blind Boys' Academy have tied up with the manufacture of eco-friendly pens to provide alternative livelihood to blind hawkers and at the same time promote environment-friendly practices.

"Like all hawkers, those who are blind had also suffered a lot during the pandemic. I had come across an eco-friendly pen and felt this could be a sustainable product to sell as it also promotes environment-friendly choice by a customer who does not wish to add to plastic waste," explained Biswajit Ghosh, who has recently retired as principal of Blind Boys' Academy.

With ink pens no longer in common use, plastic dot pens and gel pens that are available are single use and get added to the ever-increasing volume of non-biodegradable waste in the city.

"We may not have eyesight but we certainly have foresight and are aware of the need to be environmentally conscious and sustainable. By selling paper pens that are biodegradable, we are also in a small way contributing to the future of the planet," said Sibnath Dey, who retails the pens for Rs 4 each on trains in the Sealdah-Bongaon section.

While the pens that retail for Rs 4 have coriander, chili, tomato and brinjal seeds rolled in the paper pen itself, those that are sold for Rs.10 have capsules at the end with seeds of flowering trees like nilkantha, dopati and nayantara.

"While 50% of the pens in which a few seeds are rolled into the pen's body itself germinate into plants, nearly all the pens with capsules will give birth to at least a tree if they are discarded in the soil," explained Subhajit Saha, whose company Rohit Eco Friendly manufactures the green pens.

A. Tick the right answer: **1 × 6 = 6**

(i) The number of handmade paper pens sold in the previous month was–
(a) four hundred (b) four thousand (c) forty thousand (d) four million

(ii) The name of the former principal of Narendrapur Blind Boys' Academy mentioned in the passage is–
(a) Subhajit Saha (b) Sibnath Dey (c) Biswajit Dey (d) Biswajit Ghosh

(iii) Of the following, which are not of common use today are–
(a) lead pencils (b) ink pens (c) gel pens (d) dot pens

(iv) Sibnath Dey hawks the biodegradable pen on–
(a) trains (b) buses (c) footpath (d) a shop

(v) Each of the pens with flowering seeds costs
(a) 10 rupees (b) 4 rupees (c) 40 rupees (d) 14 rupees

(vi) The owner of Rohit Eco Friendly is
(a) Sibnath Dey (b) Subhajit Saha (c) Biswajit Ghosh (d) Rohit Saha

B. Each of the following statements is either 'True' or 'False'. Write 'T' for 'True' and 'F' for 'False' in the boxes on the right-hand side. Also pick out suitable line(s) or phrase from the passage in support of your answers: **(1+1) × 3 = 6**

(i) The blind hawkers did not face any hardship during lockdown. ☐
Supporting sentence:
(ii) Biswajit Ghosh is still in his service as a principal. ☐
Supporting sentence:
(iii) The seeds rolled into the pen's body will germinate into more pens. ☐
Supporting sentence:

C. Answer the following questions: **2 × 4 = 8**

(i) Why have Baranagar Petals and Narendrapur Blind Boys' Academy tied up with the manufacture of the pens?
(ii) What did Biswajit Ghosh feel about the eco-friendly pens?
(iii) Who is Sibnath Dey? What did he say about their contribution to the planet?
(iv) Which seeds do the eco-friendly pens contain?

Section - B
GRAMMAR AND VOCABULARY

4. Write the correct alternative to fill in the blanks: **1 × 3 = 3**

The man had never ________________ (thought/thinked/thinking) much about his wealth in life. He was not like his friends whom he ________________ (knows/knew/known), who would ________________ (sell/sold/selling) their souls to the devil.

5. Do as directed:

A. Fill in the blanks with appropriate articles and prepositions: **1 × 3 = 3**

El Nino is __________ weather event restricted ____________ certain tropical shores, especially __________ Peruvian coast.

B. **1 × 3 = 3**

(i) Father asked him, "Have you no school today?" (Change the mode of narration)
(ii) We are chopped down. (Change the voice)
(iii) The people were too stunned to speak in the beginning. (Turn into a negative sentence)

C. Choose the correct phrasal verbs from the list given below to replace the words underlined. Write the correct phrasal verbs in the boxes on the right-hand side changing the form, where necessary. There is one extra phrasal verb in the list. **1 × 3 = 3**

(i) How can you <u>tolerate</u> such an insult?
(ii) His plan was <u>executed</u> without any problem.
(iii) The child was <u>reared</u> by his uncle.
[bear away, carry out, put up with, bring up]

6. Given below are the meanings of four words which you will find in Question No. 3. Find out the words and write them in the appropriate boxes on the right-hand side. **2 × 4 = 8**

(i) sprout: (ii) endorse: (iii) forethought: (iv) sells:

Section - C
WRITING

7. Write a letter within 100 words with the help of the following points to your friend living abroad describing your experience of visiting the Kolkata Book Fair this year. **10**

[Points: date, place, and time of your visit — persons accompanied — what you saw and did — books you bought — your experience and feelings]

8. With the help of the following points, write a paragraph within 100 words on how a passport-size photograph is printed nowadays:

[Points: shooting a picture of a person with a digital camera — transferring the picture to computer — editing in photoshop or similar software — inserting photo-paper into printer — printing on paper — cutting in specific size — delivery for use]

9. With the help of the following points write a story within 100 words. Add a title to your story. **10**

[Points: Lion sleeping — a rat runs into his nose, lion angry — about to kill the rat — rat begs for life, lion forgives — another day, lion in a trap (1) — roars, rat rescues]

ANSWER

1. A.(a) (iv) at the end of the school hour. (b) (ii) rebuke him (c) (iii) Swami's father
(d) (i) had a headache (e) (i) the peon
B. (i) was teaching arithmetic (ii) inspecting the students' home lessons. (iii) tear it up

2. A (a) (iv) a male deer (b) (iii) opened her little bag
(c) (i) care least (d) (iv) branches

3.A. (i) (c) forty thousand (ii) (d) Biswajit Ghosh (iii) (b) ink pens
(iv) (a) trains (v) (a) 10 rupees (vi) (b) Subhajit Saha
B. (i) F; "Like all hawkers, those who are blind had also suffered a lot during the pandemic."
(ii) F; ". . .Biswajit Ghosh, who has recently retired as principal of Blind Boys' Academy."
(iii) F; ". . . a few sheeds are rolled into pen's body itself geminate into plants."

4. thought, knew, sell

5.A a, to, the
B. i) Father asked him if he had no school that day. ii) People chop us down. iii) The peoiple were so stunned that they could not speak in the beginning.
C. (i) put up with (ii) carried out (iii) brought up

6. (i) geiminete (ii) promote (iii) forelight (iv) retails

মাধ্যমিকের সেরা প্রস্তুতিতে টেস্ট পেপারের বিকল্প নেই
মাধ্যমিক ২০২৪ মক-টেস্ট পেপারস
৭টি বিষয়ের ৫৭টি প্রশ্নপত্র (সংক্ষিপ্ত উত্তরসহ)
৭টি বিষয়ের ১ সেট মডেল সম্পূর্ণ উত্তরসহ
● সঙ্গে ১০০ পাওয়ার কৌশল
● টাইম ম্যানেজমেন্ট
● প্রশ্ন নির্বাচনের পদ্ধতি

কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
033-22417076, 9830493929
প্রতিটি জেলায় এবং স্টেশন সংলগ্ন
বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে

‘মৌসুমের সেরা ম্যাচে’ ভ্যালেন্সিয়ার জালে রিয়ালের ৫ গোল

আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় আগের ম্যাচে রায়ো ভায়েকানোর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করায় একটু চাপেই ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষেও পয়েন্ট হারালে শীর্ষে থাকা জিরোনার সঙ্গে ব্যবধান আরও বেড়ে যেত। তবে আগের ম্যাচে ড্রয়ের ধাক্কা সামলে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রিয়াল। ভ্যালেন্সিয়াকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা। রিয়ালের বড় জয়ে দলের হয়ে জোড়া গোল করেছেন দুই ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রদ্রিগো। আর অন্য গোলটি এসেছে দানি কারভাহালের কাছ থেকে। জয়ের পর এই ম্যাচকে নিজেদের মৌসুমসেরা ম্যাচ বলেও মন্তব্য করেছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

সেই বেলিংহামে স্তব্ধ বার্সেলোনা, এল ক্লাসিকো জিতে শীর্ষে রিয়াল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বল দখল ও আক্রমণ—সব জায়গাতেই এগিয়ে ছিল রিয়াল। এদিন ম্যাচের শুরুতে গোলও পেয়ে যায় তারা। তিন মিনিটের মাথায় টনি ক্রুসের লম্বা করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন কারভাহাল। এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলেই রাখে রিয়াল। আট মিনিটের মাথায় পেয়ে যেতে পারত দ্বিতীয় গোলটিও। তবে ক্রুসের ফ্রি-কিক থেকে নেওয়া শট ফিরে আসে বারে লেগে।

রিয়ালের দাপটের মাঝে সমতা ফেরানোর সুযোগ এসেছিল ভ্যালেন্সিয়ার সামনেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিয়াল গোলরক্ষকের বাধা পেরোতে পারেনি তারা। ১৫ মিনিটের মধ্যে অন্তত দুবার নিশ্চিত গোলের সুযোগ ফিরিয়ে দিয়েছেন রিয়াল গোলরক্ষক লুনিন। ৪২ মিনিটে রিয়ালকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন ভিনিসিয়ুস। রদ্রিগোর ক্রসে প্রায় মাটিতে শুয়ে ভিনিসিয়ুস বুক দিয়ে বল ঠেলে দেন জালের দিকে। দুই গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় রিয়াল। বিরতির পর ২ মিনিটের মধ্যে দুই গোল আদায় করে নেয় রিয়াল। ৪৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে গোল করে দলকে ৩-০ গোলে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়ুস। পরের মিনিটে গোলরক্ষকের ভুলে বল পেয়ে রিয়ালকে চতুর্থ গোল এনে দেন রদ্রিগো। ৮৪ মিনিটে সেই রদ্রিগোই রিয়ালের হয়ে করেন পঞ্চম গোলটি। ফ্রান গার্সিয়ার কাছ থেকে বক্সের ভেতর বল পেয়ে ভ্যালেন্সিয়ার এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। শেষ দিকে ভ্যালেন্সিয়ার হয়ে এক গোল শোধ করে হুগো দুরো। দারুণ এই জয়ের পর ম্যাচকে নিজেদের মৌসুমসেরা উল্লেখ করে রিয়াল কোচ আনচেলত্তি বলেছেন, ‘আজ আমরা এখন পর্যন্ত মৌসুমের সেরা ম্যাচ খেলেছি। আমরা হয়তো প্রথম ১৫ মিনিট আরও ভালোভাবে রক্ষণ সামলাতে পারতাম। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিলে আমাদের জন্য নিখুঁত একটি ম্যাচ ছিল।’ এই ম্যাচে দারুণ খেলেছেন ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগো। তাদের সেরা ছন্দে দেখে উচ্ছ্বসিত আনচেলত্তি বলেছেন, ‘ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগো তাদের সেরা ছন্দে ফিরে এসেছে। শেষ দুই ম্যাচে তারা খুবই ভালো খেলেছে। তারা ভালোভাবে জুটি বেঁধেছে, জায়গা বের করেছে এবং দারুণ মানসম্পন্ন ফুটবল খেলেছে। আপনারা বলতে পারেন তারা ফিরে এসেছে।’ এদিন রিয়ালের হয়ে গোল মুখ খুলেছেন দানি কারভাহাল। তাঁকে নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘কারভাহাল তার পজিশনে খুবই অভিজ্ঞ। বলসহ কিংবা বল ছাড়াও সে দারুণ একজন ফুলব্যাক। সে দারুণ একটি গোল করেছে।’

হ্যাটট্রিক করেও কোচ এনরিকেকে খুশি করতে পারেননি এমবাপ্পে

আপনজ ডেস্ক: ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছন্দ দেখালেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। পেলেন হ্যাটট্রিকের দেখা। শনিবার লিগ ওয়ানের ম্যাচে ফরাসি ফরোয়ার্ডের একক নৈপুণ্যে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইও (পিএসজি) পায় জয়। রিমসকে হারায় ৩-০ গোলে। তবুও এমবাপ্পেকে নিয়ে অসন্তুষ্ট পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। স্প্যানিশ ম্যানেজারের ভাষ্য, এমবাপ্পের আরো উন্নতি দরকার। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই পিএসজিকে এগিয়ে নেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ৫৯তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করা এই ফরাসি ফরোয়ার্ড ৮২তম মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে ৩-০ গোলের জয় নিশ্চিত করেন। ম্যাচ শেষে পিএসজি কোচ এনরিকে বলেন, ‘আমি কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে খুশি নই। গোল নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সে দলকে অন্যভাবেও সাহায্য করতে পারত। আমি প্রথমে এ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলব। তবে সেটা আমাদের ব্যক্তিগত আলাপই হবে।’ গোল করা বাদেও ম্যাচে এমবাপ্পের আরো স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ চান এনরিকে। তিনি বলেন, ‘কিলিয়ান বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের একজন। কিন্তু আমরা আরো চাই। আমরা চাই সে দলের জন্য আরো বেশি করুক। আমার ধারণা, তার উন্নতি সম্ভব। এখনো উন্নতির অনেক ক্ষেত্র আছে, যা তাকে আরো উঁচু স্তরে পেছে দিতে পারে। এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা দলের খেলায় তার আরো বেশি অংশগ্রহণ চাই।’

১২ ম্যাচে ৮ জয় ও ৩ ড্রয়ে ফরাসি লিগ ওয়ান টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে পিএসজি। ২০ পয়েন্ট নিয়ে চারে রিমস। ২৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নিস এবং তিনে থাকা মোনাকোর পয়েন্ট ২৪। লিগ ওয়ানে নিজেদের শেষ ৫ ম্যাচের সবকটি জিতেছে পিএসজি। ২০২৩ সালে প্রথমবারের মতো লীগের ম্যাচে একটানা পাঁচ জয় পেলো লা প্যারিসিয়ানরা। সবশেষ ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কীর্তি দেখিয়েছিল দলটি।

৯ বছর পর কোহলির উইকেট, বিশ্বকাপে টানা নবম জয় পেল ভারত

আপনজন ডেস্ক: সেমিফাইনল আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। ফলে আজ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচটি ভারতের জন্য ছিল স্রেফ নিয়মরক্ষার। কিন্তু এ ম্যাচেও পুরোশক্তির দল নিয়ে নামা ভারত দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে। ৯ বছর পর এই ম্যাচে ওয়ানডেতে উইকেটের দেখা পান বিরাট কোহলি। নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্টক এডওয়ার্ডস কোহলির শিকার হয়ে ফেরেন। এমনকি রোহিত শর্মার উইকেট পেয়েছেন।

আজ চলতি বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ১৬০ রানে হারিয়েছে ভারত। এবারের আসরে এটা রোহিত শর্মার দলের টানা নবম জয়। এদিন আগে ব্যাটিং করে শ্রেয়াস আয়ার-কে এল রাহুলের জোড়া সেঞ্চুরিতে ৪১০ রান করে ভারত। জবাবে ২.১ ওভার বাকি থাকতে ২৫০ রানে গুটিয়ে যায় ডাচরা। আগামী ১৫ই নভেম্বর মুম্বাইয়ে প্রথম সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ডস।

৪১০ রানে থামলো ভারত

চলতি বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডে নিজেদের শেষ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আগে ব্যাটিং করে ৪১০ রান করেছে ভারত।

ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি করেন শ্রেয়াস আয়ার ও কে এল রাহুল। আয়ারের ব্যাট থেকে আসে ১২৮ আর রাহুল করেন ১০২ রান। এছাড়া রোহিত ৬১, গিল ও বিরাট ৫১ রান করেন। ডাচরা এই ম্যাচ হারলে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কোয়ালিফাই করবে বাংলাদেশ।

‘বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণী’ ম্যাচে ব্যাটিংয়ে ভারত

বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ‘ভাগ্য’ নির্ভর করছে ভারত-নেদারল্যান্ডস ম্যাচে। নেদারল্যান্ডস এই ম্যাচে জয় পেলে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কোয়ালিফাই করতে পারবে না টাইগাররা।

বেঙ্গালুরুর এম. চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুপুর আড়াইটায় শুরু হবে বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচটি। তার আগে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

ভারত একাদশ

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, কেএল রাহুল, সূর্যকুমার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, জাসপ্রীত বুমরাহ, মোহাম্মদ শামি, কুলদীপ যাদব এবং মোহাম্মদ সিরাজ।

নেদারল্যান্ডস একাদশ

ওয়েসলে বারেসি, ম্যাক্স ও’দাউদ, কলিন অ্যাকারম্যান, সাইব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখট, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), বাস ডি লেইডা, তেজা নিদামানুরু, লোগান ভ্যান বেইক, রোয়েল্ফ ভ্যান ডার মারউই, আরিয়ান দত্ত এবং পল ভ্যান মেইকারেন।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে জায়গা নিশ্চিত করল বাংলাদেশ

আপনজন ডেস্ক: হতাশার অভিযান শেষে দেশে ফিরে আসা বাংলাদেশ দল আজ বিশ্বকাপ থেকে সুখবর পেয়েছে। শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডসকে পেছনে ফেলে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে জায়গা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। আজ বিশ্বকাপে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারতের কাছে নেদারল্যান্ডসের হারে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির টিকিট নিশ্চিত হয়।

আট দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে জায়গা নিশ্চিত করতে বিশ্বকাপ পয়েন্ট তালিকায় সেরা সাত দলের মধ্যে থাকার দরকার ছিল। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান সেরা সাতে থাকলে সুযোগ ছিল অষ্টম দলের জন্যও। ভারতের কাছে নেদারল্যান্ডসের হারে বাংলাদেশ অষ্টম হয়েই টুর্নামেন্ট শেষ করেছে।

বিশ্বকাপে খেলা ১০ দলের মধ্যে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডস—৩ দলই দুটি করে জয়ে চার পয়েন্ট করে তুলতে পেরেছে। তবে রান রেটে বাংলাদেশই বাকি দুই দলের চেয়ে এগিয়ে। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার রান রেট টপকে যায় শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে। আজ নেদারল্যান্ডস জিতলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশকে টপকে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু বেঙ্গালুরুতে রোহিত শর্মাদের বিপক্ষে ডাচরা হেরে গেছে ১৬০ রানের বড় ব্যবধানে।

যে কারণে নেদারল্যান্ডসের নেট রান রেট দাঁড়িয়েছে -১.৮২৫। আগেই সব ম্যাচ খেলে ফেলা শ্রীলঙ্কার রান রেট ১.১৪৯ আর বাংলাদেশের ১.০৮৭। ১৯৭৫ বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে প্রতিটি আইসিসি টুর্নামেন্টে খেলা শ্রীলঙ্কা এই প্রথম ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আয়োজিত বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে খেলতে পারছে না।

আয়োজক পাকিস্তানসহ ২০২৫ ট্রফিতে জায়গা নিশ্চিত করা দলগুলো হচ্ছে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশ।

রাত ৩টায় ভারতের রাস্তায় গুরবাজ, গড়লেন মানবিকতার নজির

আপনজ ডেস্ক: ভারত বিশ্বকাপ আফগানিস্তানকে ক্রিকেটবিশ্বের কাছে নতুনভাবে পরিচয় করিয়েছে। টি-টোয়েন্টির মতো ওয়ানডে ক্রিকেটটাও যে আফগানরা খেলতে পারে, সেটা দেখিয়েছেন রশিদ খান-রহমানউল্লাহ গুরবাজরা। সেমিফাইনালে খেলার সমীকরণ মেলাতে না পারলেও চারটি ম্যাচ জিতেছে আফগানিস্তান। তবে এবার ক্রিকেট দিয়ে নয়, মানবিকতার উদাহরণ দেখিয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন আফগান ওপেনার গুরবাজ। আহমেদাবাদের রাস্তায় মধ্যরাতে অসহায়-দুস্থদের মাঝে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গুরবাজের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, রাতের বেলা রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা মানুষকে তিনি আর্থিক সাহায্য করছেন। অনেকটা নীরবেই কাজটা করছিলেন আফগান ওপেনার। এ সময় ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে বিরক্ত করেননি গুরবাজ। ঘুম থেকেও জাগাননি। শুধু তাদের পাশে টাকা রেখে সামনে এগোতে দেখা গেছে তাঁকে। ঘড়িতে তখন রাত ৩টা।

কেউ একজন ঘটনাটা ফোনের ক্যামেরা দিয়ে ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন। এর পরই তা ছড়িয়ে পড়ে। এবারের বিশ্বকাপ মিশনে ৯ ইনিংসে ২৮০ রান এসেছে গুরবাজের ব্যাট থেকে। দল হিসেবে এবার তারা পেয়েছে বিশ্বকাপের সেরা সাফল্য।

এর আগে ২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপ মিলে আফগানিস্তান ম্যাচ জিতেছে মাত্র একটি।

আর এবার এক আসরে ৯ ম্যাচে জয়ের সংখ্যা চারটি।

হোল্ডিং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে ‘মায়াকান্না’র জবাব দিলেন

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঘিরে শোনা যাচ্ছিল শোকের কান্না। প্রথম দুই বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল না থাকায় এবারের আসরের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাওয়ার কথাও বলেছেন অনেকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার মাইকেল হোল্ডিংও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপে না খেলা নিয়ে হতাশায় পুড়ছেন। দুই বছর আগে ধারাভাষ্যকে বিদায় বলে দেওয়া হোল্ডিং হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘এটা বেদনাদায়ক যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে নেই। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলজুড়ে অনুভূতিটা এমনই।’

তবে শোকে আচ্ছন্ন হওয়ার পাশাপাশি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের এমন দুরবস্থার জন্য আইসিসির দিকেও আঙুল তুলেছেন হোল্ডিং। দায়ী করেছেন, টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজির উত্থানকেও।

দুই বছর আগে ধারাভাষ্যকে বিদায় বলে দিয়েছেন মাইকেল হোল্ডিং

দুই বছর আগে ধারাভাষ্যকে বিদায় বলে দিয়েছেন মাইকেল হোল্ডিংছবি : টুইটার

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসকে হোল্ডিং বলেছেন, ‘বিশ্বব্যাপী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে ঘিরে অনেক মায়াকান্না দেখা গেছে।’ বিভিন্ন সময় আইসিসির নেওয়া কিছু সিদ্ধান্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটকে এ পর্যায়ে নেমে যেতে ভূমিকা রেখেছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

পরিবর্তনশীল ক্রিকেট অর্থনীতি থেকে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে, তা সমাধানে আইসিসি কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলেও মনে করছেন হোল্ডিং। তিনি বলেছেন, ‘যেহেতু ওয়েস্ট ইন্ডিজ লম্বা সময় ধরে সফল, তাই আমাদের এ অবস্থায় দেখে তারা খুশি।’

এ সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে ঘিরে তৈরি হওয়া হতাশাকে এড়িয়ে ভিন্ন জায়গাতেই যেন আলো ফেলতে চাইলেন হোল্ডিং। বিশেষ করে আইসিসির নতুন অর্থনৈতিক মডেলের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও ধারণা হোল্ডিংয়ের।

এই নীতিতে অর্থনৈতিকভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে ক্ষতির শিকার হয়েছে, সেখানে বাকি ছোট দলগুলোর ভবিষ্যৎও লুকিয়ে আছে বলে মনে করেন হোল্ডিং। তাঁর মতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম বড় ধাক্কা খেয়েছে ক্রিকেট বোর্ডগুলোর মধ্যে আইসিসি অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিন্যাস করার পর।

আইসিসির প্রথম মিডিয়াস্বত্ব (২০০০ সালে ৫৫০ মিলিয়ন ডলার) চুক্তি হওয়ার আগের বছরগুলোতে ক্রিকেট বোর্ডগুলো নিজেদের মধ্যে ম্যাচ ও সংস্করণ অনুযায়ী সফরকারী দলগুলোকে দেওয়া ফি নিয়ে দর-কষাকষি করত। সে সময় ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় সফরকালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশেষ গুরুত্ব পেত।

কেইনের রেকর্ড, শীর্ষে বায়ার্ন

আপনজন ডেস্ক: জার্মান বুন্দেসলিগায় আলো ছড়াচ্ছেন হ্যারি কেইন। নিয়মিত পাচ্ছেন হ্যাটট্রিকের দেখা। শনিবার রাতে আরো একটি নৈপুণ্যময় ম্যাচ উপহার দিলেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুন্দেসলিগার ম্যাচে হেইডেনহাইমের বিপক্ষে জোড়া গোল করেন কেইন। এতে রেকর্ড হয় মৌসুমের শুরুতে টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে বায়ার্নে আসা এই ফুটবলারের। কেইনের রেকর্ডগড়া ম্যাচে ৪-২ গোলের জয়ে লীগ টেবিলের শীর্ষে ওঠে বাভারিয়ানরা।

ঘরের মাঠে হ্যারি কেইনের গোলে ১৪তম মিনিটে এগিয়ে যায় বায়ার্ন মিউনিখ। ৪৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। সবমলিয়ে ১১ লীগ ম্যাচে কেইনের গোল সংখ্যা এখন ১৭, যা কিনা ১১ ম্যাচ শেষে বুন্দেসলিগার ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১৯ সালে ১১ ম্যাচে ১৬ গোল করেছিলেন বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানদোভস্কি।

হ্যারি কেইনের রেকর্ডগড়া গোলের পর ৬৭ এবং ৭০তম মিনিটে গোল করে সমতায় ফেরে হেইডেনহাইম। তবে এরপর ৭২ মিনিটে পর্তুগিজ ডিফেন্ডার রাফায়েল গুইরেরোর গোলে ফের এগিয়ে যায় বায়ার্ন। আর ৮৫তম মিনিটে ৪-২ গোলের জয় নিশ্চিত করেন এরিক ম্যাক্সিম চুপো-মোটিং।

১১ ম্যাচে ৯ জয় ও ২ ড্রয়ে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে জার্মান বুন্দেসলিগা টেবিলের শীর্ষে বায়ার্ন মিউনিখ। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বায়ার লেভারকুসেন। আর ১০ পয়েন্ট

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**